১ম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩১৭ সাল
২য় ঐ আশ্বিন, ১৩২০ ,,

অক্ষয়কুমার বড়াল।

শঙ্খ

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল
প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত

সূচী

অনুবন্ধ

শঙ্খ! এক খণ্ড অস্থিমাত্র; কুটিলকণ্ঠ, শূন্যগর্ভ, দীর্ণমেরু এক খণ্ড অস্থিমাত্র! কাহার অস্থি? যে অনন্তের তলে বেড়ায়, অসীম অম্বুনিধির কূলে গড়ায়, যে জীব সামান্য শব্দ করিতে পারে না, বুঝি বা সমুদ্রের অনবরত হাহাকারে যাহার শ্রবণ বধির, জিহ্বা স্থবির হইয়াছে, এমন নাতিবৃহৎ শম্বুকের অস্থি। এই অস্থিই তাহার ইহকালের সর্ব্বস্ব। ঐ কঠিন কঠ-আবরণের ভিতরে সে তাহার ইহকালের অতি কোমল জীবদেহ লুকাইয়া রাখে। ঐ আবরণের উপর ক্ষণে ক্ষণে নীলাম্বুর ঊর্ম্মিরাশি আসিয়া অব্যাহত পরম্পরায়, কেবল আছাড়ি-বিছাড়ি খেলা করিতেছে; ঐ আবরণের উপরে তিক্তাস্বাদ সাগর-জল আসিয়া আশ্রয় লইতেছে, উহাকে ক্ষয় করিবার জন্য কতই চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু বিধাতার দান, তাই অমন কুটিল আবরণ সাগরের অসংখ্য তরঙ্গাঘাতে চূর্ণ হয় না; বরং কঠিনীকৃত চূর্ণকের আকারে উহা নিত্য বিদ্যমান থাকে। এই অস্থি যতদিন সজীব, ততদিন নীরব; যে দিন উহার কুক্ষিগত জীবন অনন্ত জীবনে মিশিয়া যায়, সেই দিন হইতে উহা শব্দের ধ্বনির আরাবের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া থাকে। একবার উহার মুখে মুখ মিলাইয়া ফুৎকার দিলে আজীবন-সঞ্চিত অনন্তের ধ্বনির প্রতিধ্বনি উহা শুনাইয়া দেয়। চিরজীবন যে হাহাকারের মধ্যে থাকিয়া, যে অব্যাহত বিকট ভৈরবধ্বনির লীলার মধ্যে থাকিয়া, উহা নীরবে যে মঙ্গল ও অমঙ্গল শব্দের সংস্কার স্বীয় অস্থির স্তরে স্তরে লুকাইয়া রাখিয়াছে, যেন তাহাই নরনারীর অধরোষ্ঠের সম্মেলনে আবার ফুটাইয়া তোলে। ইহাই শঙ্খ; যাহা মরিয়া জীবনের সুখসোহাগের প্রতিধ্বনি করে, যাহা শূন্যগর্ভ হইয়া অব্যক্ত শূন্যের অশরীরিণী বাণীর প্রতিধ্বনি করে, যাহা সাগরের শব্দমহিমার পরিচয় তোমাকে দিয়া দেয়, যাহা ইহকাল ও পরকালের মধ্যে শব্দের—নাদের বন্ধনীস্বরূপ, তাহাই শঙ্খ।

কবি শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার বড়াল এই শঙ্খ বাজাইয়াছেন ;—আবেগ ও আবেশ মিলাইয়া, সাধ ও সোহাগ জড়াইয়া, স্মৃতি ও বিস্মৃতির মিলন ঘটাইয়া, কি জানি কোন্ অজানা দেশের বার্ত্তা শুনাই-বার দুরাকাঙ্ক্ষায় বড়াল কবি এই শঙ্খ বাজাইয়াছেন। তোমাদের শ্রবণে সে রব—ভাবের সে ঘনঘোর নির্ঘোষ পঁহুছিয়াছে কি? একদিন এই শঙ্খ বাজাইয়া ভারতের সৃষ্টিধর ভগীরথ পতিতপাবনী দুকূলপ্লাবিনী মন্দাকিনীকে ধরাধামে নামাইয়াছিলেন। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত প্লবঙ্গা গঙ্গার কুল্ কুল্ ধ্বনিতে ভারতভূমি নিত্যমুখর হইয়া আছে। একদিন এই শঙ্খ বাজাইয়া পরশুরাম পিতৃঋণ পরিশোধের চেষ্টা করিয়াছিলেন ;—ধরাধাম একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছিল। একদিন এই শঙ্খ বাজাইয়া বিশ্বামিত্র ঋষি মা জানকীকে মিথিলা হইতে অযোধ্যায় আনয়ন করিয়াছিলেন। হরধনুর মীঢ়-মীঢ় ঘোর রবের প্রতিধ্বনি নিস্তব্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই শঙ্খের কল্যাণ-ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছিল। আর একদিন ভারত-জীবন পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মক্ষেত্রে—কুরুক্ষেত্রে এই শঙ্খ বাজাইয়া গীতার অশরীরী গীতের সপ্তস্বর মুখর করিয়াছিলেন ;—তিন গ্রাম,—কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান —তারা, উদারা, মুদারা—পরিস্ফুট করিয়াছিলেন। আর সর্ব্বশেষে সংযুক্তার বিবাহ-বাসরে এই শঙ্খ একবার মঙ্গলধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিল। মনে পড়ে কি সে সব শব্দ? সে আহ্বান, সে উদার ও উন্নত আকিঞ্চন,—ধ্বনি মনে পড়ে কি? শুন শুন! ভারত-সাগরের প্রত্যেক তরঙ্গের অভিঘাতে সফেন কোটী বুদ্‌বুদ্-মণ্ডিত জলবিস্তারে—বেলাভূমির উপর ব্যর্থ আঘাত-পারম্পর্য্যে বুঝি বা এই সকল শব্দ লুকান আছে ;—যুগযুগান্তরের, কল্পকল্পান্তরের এই শব্দস্মৃতি যেন জড়ান মাখান আছে। কবি সেই অনন্ত সমুদ্রের অক্ষত শব্দ ভাণ্ডারের তটভূমি হইতে অক্ষয় শঙ্খ আহরণ করিয়া,আজ সোহাগ-ফুৎকারে উহাকে শব্দময় করিয়া তুলিয়াছেন।

ইহাই শঙ্খ-কবিতা, আরাবের মঞ্জুষা, ধ্বনির পরম্পরা। শুনিয়াছি, শব্দই ব্রহ্ম ; এই শব্দ তিনবার ধ্বনিত হইয়া ত্রয়ীর সৃষ্টি করিয়াছে। এই শব্দই ব্রহ্মার ওঙ্কার, পিনাকপাণির হুঙ্কার, শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব। এই শব্দই সুখ-দুঃখ-অসুখের অভিব্যঞ্জনা। এই শব্দই পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ ও সম্ভোগের পরিচায়ক। ইহাই বিরহের হাহাকার, মৃত্যুর গদ্গদ্ ভাষা, চিতার চট্পটা। ইহাই জীবন ও মরণ, বিরহ ও মিলন,—ইহাই সর্ব্বস্ব ও সর্ব্বময়। কেমন করিয়া বুঝাইব ইহা কি ও কেমন ? শব্দের ত তুলনা নাই। যে শঙ্খ সুতিকাগারের দুয়ারে বাজে, যে শঙ্খ বিবাহের ছাল্না-তলায় বাজে, যে শঙ্খ মহাপ্রয়াণের দিনে বাজে, সে ত সবই একই শঙ্খ, একই ধ্বনি, একই নাদ। কিন্তু শ্রবণে পৃথক শুনায় কেন ? ঐ এক সুরে বাধা শঙ্খ কখনও হাসে, কখনও কাঁদে কেন ? কি জানি কেন ! কবি বুঝি এ জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারেন। অক্ষয় কবি উত্তর করেন নাই, ভঙ্গী দেখাইয়াছেন ;—

> 'আসে যায়—কেহ নাহি চায়, সবাই খুঁজিছে মুক্তামণি ;
> কে শুনিবে হৃদয়ে আমার, ধ্বনিছে কি অনন্তের ধ্বনি !'

ঐ ত গোল ! এ জগতে কেহ কাণ পাতিয়া শুনে না, সবাই চাহে, সবাই আকাঙ্ক্ষায় প্রমত্ত থাকে, লইতেই ব্যস্ত হয়, শুনিতে চাহে না। চিকিৎসক যন্ত্রসাহায্যে হৃদয়ের গুরু-গুরু ধ্বনি শুনেন না, রোগ আছে কি না, তাহাই নির্ণয় করেন। প্রণয়িনীও সে শব্দ শুনে না, কেবল প্রেম আছে কি না, তাহারই অন্বেষণ করে। শিশু-পুত্র বুকে মাথা দিয়া সে শব্দ শুনে, কিন্তু বুঝিতে পারে না, তাই বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে জনকের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। সেই 'অনন্তের ধ্বনি' যে শরীরী হইয়া রক্তমাংসের অবয়ববিশিষ্ট হইয়া পুত্ররূপে বুকে শুইয়া আছে, শিশুকে এ বারতা ত কেহ দেয় না। বড়াল কবি সে খবর একটু দিয়াছেন।

'কিংবা আজীবন এই হৃদয়-ব্রহ্মাণ্ডে
যে আকুল স্নেহ—
অণু পরমাণু মত ঘুরিত রে অবিরত,
ঘুরে' ঘুরে' এত পরে ধরেছে ও দেহ !'

* * *

'অনাদি-অনন্তরূপা মহাকাল-মায়া,
আয়, বুকে আয় !
আয় সৃষ্টি-স্থিতি-মূর্ত্তি, আয় বিশ্বরূপা-স্ফূর্ত্তি,
কি যত্ন করিব তোরে—স্নেহে না কুলায় ।'

স্নেহে কুলায় না বলিয়াই, এত আকুলি-বিকুলি, এমন হা-হুতাশ, স্নেহে কুলায় না বলিয়া ভাষা যুয়ায় না, কথা বলি-বলি করিয়া বলা হয় না। তাই কবির সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। কবি অক্ষয়, অক্ষয় শঙ্খে ধ্বনি করিয়া বলিতেছেন ;—

'ওই প্রেমে প্রেমানন্দে, ওই স্পর্শে, বাহুবন্ধে,
আবার জাগুক্ মনে—আমি যে মহান্,
একেশ্বর, অদ্বিতীয়, অনন্য-প্রধান ।'

ইহাই শঙ্খের ধ্বনি। ইহাই শব্দ-ব্রহ্ম—আপ্তবাক্য। শঙ্খ না হইলে এমন ধ্বনি ফুটিয়া উঠে না। তাই প্রথমেই শঙ্খের পরিচয় দিতে হইয়াছে। এমন শঙ্খের রব যে ব্রহ্মময়, তাহাও বলিতে হইয়াছে। নহিলে এমন সমাচার শুনিতে পাই ! ইহাই অনন্ত-ধ্বনির প্রতিধ্বনি, ইহাই বংশীরব। কথাটা আরও একটু খুলিয়া বলিব। কবিই বলিয়াছেন ;—

'শিরে শূন্য, পদে ভূমি, মধ্যে আছি আমি-তুমি,
কল্প-কল্প বিকাশ-বারতা !
আছে দেহ—আছে ক্ষুধা, আছে হৃদি—খুঁজি সুধা,
আছে মৃত্যু—চাহি অমরতা !'

ইহাই জীবনের জিজ্ঞাসা ; ইহাই শাস্ত্র, ইহাই বেদ ও বেদান্ত। আমি আছি যখন, তখন তুমি আছই ; কেন না, আমার আমিত্বের উপলব্ধি যখন হইয়াছে, তখন তোমার তুমিত্বের অধ্যাস আমাতে হইয়াছে-ই। আমি তাই তোমাকে আমার করিতে চাহি, বা আমাকে তোমার করিতে চাহি। এই তোমার-আমার মিলনচেষ্টা এবং বিরহ-অনুভূতি লইয়াই সংসারের সুখ দুঃখ। কিন্তু এই সুখ-দুঃখে দেহই বিষম অন্তরায়। দেহ আছে বলিয়াই ক্ষুধা আছে, দেহ আছে বলিয়াই সে ক্ষুধার নিবৃত্তি নাই। ক্ষুধার নিবৃত্তি নাই বলিয়াই তুষ্টি-তৃপ্তি নাই। এই অতৃপ্তির জ্বালা—বিষম জ্বালা ; তাই খুঁজি সুধা। সেই সুধার আস্বাদে, ভাগ্যে যদি থাকে ত, অমরতা লাভ করিতে পারি। চাই অব্যাহত সুখ, অনন্ত তৃপ্তি। দেহের সাহায্যে কেবল এই সুখ ও তৃপ্তির অনুভূতি হইয়াছে। এই দেহজন্যই তোমার-আমার বিভেদ-বিচার, এই দেহ-জন্যই তুমি—তুমি, আমি—আমি। তাই অমরতার জন্য এত প্রয়াস! তোমার অমরতা এবং আমার অমরতা—উভয়ের অক্ষয়তার জন্য এমন তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এই তত্ত্বকথাটি কবি অতি সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। যখন মনে হইবে, আমিই একেশ্বর অদ্বিতীয় অনন্যপ্রধান, তখনই আমার আত্মার টুকরাগুলি—সন্তানসন্ততিগুলিকে হৃদয়ব্রহ্মাণ্ডে অণু-পরমাণুর মত ঘূরিত বলিয়াই মনে হইবে। এক এবং অদ্বিতীয় আমি বহু হইবার সাধ করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে এক আমি বহু হইলাম; গতিকেই বলিতে হয়, আমার হৃদয়ব্রহ্মাণ্ডে যে অণু-পরমাণুগুলি ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহারাই সাকার হইয়া আমারই আত্মজ-আত্মজারূপে প্রকট হইয়াছে। অক্ষয় কবি বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি গূঢ় তত্ত্ব অতি মধুর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ইউরোপের ফিলজফি এই সিদ্ধান্তের—এই আত্ম-তত্ত্বের তেমন সমাচার রাখেন না। ইউরোপের কবিও মহবাক্যের এমন প্রতিধ্বনি করিতে পারেন না। এই তুমি ও আমির খেলা,

এই আমি ও তুমির সম্বন্ধ-বিচার লইয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব, উহাই জীবন-নাট্যের প্রথম শঙ্খধ্বনি; উহাই আদি, উহাই অন্ত। বুঝিবে কি? যদি বুঝিতে চাও ত বড়াল কবিকে বুঝিয়া লও। উঁহার শঙ্খধ্বনির ভঙ্গীটা জানিয়া লও। প্রভাতে কবি গায়িয়াছেন,—

'বুঝিতে পারি না আমি এ খেলা কেমন!
চিরদিন ধরি-ধরি,
খুঁজিয়া—খুঁজিয়া মরি,
সেই এই-এই করি যাবে কি জীবন?'

ইহা ভোরাই গান, ভৈরবীর উদাস তান। একবার মধ্যাহ্নের গৌড়-সারঙ্গ্ সুরটা শুন! কবি বলিতেছেন,—

'হৃদয় এলায়ে পড়ে, যেন কি স্বপন-ভরে!
মুদে আসে আঁখিপাতা যেন কি আরামে!
অন্যমনে চাহি' চাহি'— কত ভাবি, কত গাহি!
পড়িছে গভীর শ্বাস—গানের বিরামে।
খসে খসে পড়ে পাতা, মনে পড়ে কত গাথা—
ছায়া ছায়া কত ব্যথা সহি ধরাধামে!'

মধ্যাহ্নের এই গানের পর কবি 'আকুল হৃদয়ে কাঁদে কোথা তুমি—তুমি'। সকালে বুঝি না, মধ্যাহ্নে ছায়া-ছায়া কত ব্যথা—বুঝি বা ধরি-ধরি করিয়া ধরিতে পারি না; শেষে সায়াহ্নে তোমার খবর—তাহার খবর যেন একটু বুঝিতে পারি, যেন একটু ধরিতে পারি, তখন উদাস প্রাণে কোথায় তুমি বলিয়া কাঁদিতে হয়। কাঁদিয়াও নিবৃত্তি হয় না, তাই বলিতে হয়—

'ছাড়া-ছাড়া হয়ে কেন বেড়াইছ ভাসি?
ভাঙ্গিয়া স্বপন-কারা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়া—
নয়ন পলক-হারা, মুখে ভরা হাসি।
নাহি কথা, নাহি ব্যথা— কি গভীর নীরবতা!
হৃদয় হৃদয়ে পড়ে উচ্ছ্বাসি—উচ্ছ্বাসি!'

কবির এইটুকু বলিয়া যেন সাধ মিটিল না;—যেন সবটা বলার মতন বলা হইল না। তাই ডাক দিয়া কবি বলিতেছেন,—

'দাঁড়াও, অভেদ আত্মা! পরলোক-বেলাভূমে
বাড়ায়ে দক্ষিণ কর মৃত্যুর নিবিড় ধূমে!

*　　*　　*

দেখেছি তোমার চোখে প্রেমের মরণ নাই,
বুঝেছি এ মরভূমে মত্ত ব্রহ্মানন্দ তা-ই।

'ইহাই শঙ্খের ফিলজফি, শঙ্খের তত্ত্বকথা, উহার অনাহত ধ্বনি। এইটুকু বুঝাইব কেমন করিয়া? বলিয়াছি ত, ইহাই বেদ-বেদান্ত, ইহাই তন্ত্রতত্ত্ব, ইহাই মানবতার আধার, পুরুষকারের বেদী।

কবি কে? যিনি মনের কথা খুলিয়া বলেন;—যাহা বলি-বলি বলা হয় না—যাহা বলি-বলি বলিতে পারি না,—কবি তাহাই স্পষ্ট বলিয়া দেন। কেবল বলিয়াই ক্ষান্ত হন না; কবি এমন করিয়া কথাগুলি বলিয়া দেন, যাহার প্রভাবে অনেক নূতন কথা, কত অ-জানা দেশের অপরিজ্ঞাত কথা মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। সে সব কথা বলা যায় না, পরন্তু বুঝা যায়;—বুঝি বা তেমন করিয়া বুঝাও যায় না, তবে কেমন-যেন কি-রকম ভাবে সে সব কথা আপনা হইতেই মনে জাগিয়া উঠে। তাই বলিতে হয় যে, সে সব বিষয়ের ভাষা নাই; অভিব্যঞ্জনার কোনও উপায় নাই। ভাগ্যে থাকে, বুঝিতে পারিবে; ভাগ্যে না থাকে, ত এ জীবনে আর সে বিষয়ের বোধ ও বোধ-লক্ষণা কোনও কিছুরই উপলব্ধি হইবে না। কাজেই বলিতে হয়, কবি বুঝান না—দেখান; কদাচিৎ দেখাইতেও পারেন না—কেবল ভাবান। কবি বলিতেছেন,—

'দেখেছি তোমার চোখে প্রেমের মরণ নাই,
বুঝেছি এ মরভূমে মত্ত ব্রহ্মানন্দ তা-ই।"

বুঝাও দেখি, ইহার মর্ম্ম! রসতত্ত্ব নিঙ্গাড়িয়া নিঙ্গাড়িয়া বহু বিষয়ের অবতারণা করিতে পার; পরন্তু যে রসিক নহে, তাহাকে ইহার মাধুরী

কখনই বুঝাইতে পারিবে না। আমি ও তুমি—ইহারা দুই জন কাহারা? আমি? পৃথিবীবাসী শতকোটী নরনারী বলে, 'আমি'—কে আমি? বলিবে,—আত্মা? সে আবার কি সামগ্রী? সে আবার কেমন পদার্থ? সবাই আমি—আমি বলে, সবাই আমাকে লইয়া ব্যস্ত; পরন্তু কেহই 'আমি' পদার্থটাকে চিনে না, জানে না। উহা জ্ঞাত হইয়াও অজ্ঞাত, করতলগত হইয়াও আকাশের চাঁদ, হৃদয়ের সামগ্রীহইয়াও স্বপ্নের নিধি। এ যে সব আমি!—আমি-ময়, আমি-মাখা, আমিত্বে ঢাকা! আমার পরিচয় আমি দিব কাহাকে? আমার পরিচয় শুনিবার লোক নাই বটে, পরন্তু সে পরিচয় দিবার সাধ আমাতে আজন্ম—অনাদিকাল হইতে গাঁথা আছে। আমি সেই পরিচয় দিতে চাহি বলিয়াই,—সে পরিচয় দিতে না পারিলে আমার শান্তি, তুষ্টি, তৃপ্তি, ক্ষান্তি হয় না বলিয়াই,—আমি 'তোমাকে' খুঁজিয়া বেড়াই। কে তুমি? এ প্রশ্নের উত্তর করাও বড় কঠিন। আমি আছি বলিয়াই তুমি আছ; পরন্তু আমি যেমন অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত, তুমিও তেমনি অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত। তোমায় যখন নির্নিমেষনয়নে দেখিতে থাকি, তখন তোমাতে আমি আমাকে দেখি কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু সে দেখায় যে মাধুরী ফুটিয়া উঠে, আমি তাহাকে প্রেম বলি, রস বলি, মধুরতা বলি। কেন বলি? বড় সাধ—তোমাকে আমি আমার করিয়া লইব; বড় আশা—আমি তোমার হইয়া থাকিব। কেন এমন সাধ হয়? পরকে আপনার করিবার, আপনাকে বিনামূল্যে বিলাইয়া দিবার, প্রাণ লইয়া এই রসের হাট—সংসারে ফিরি করিবার কেন এমন সাধ হয়? হয় বলিয়াই হয়—হইতে হয় বলিয়াই হয়—'স্বভাব এই যে তোমা বৈ আর জানি না,' তাই হয়—নিয়তির এমনই বিধান, তাই হয়! কেন হয়, কে বলিতে পারে! স্বয়ং সদাশিব এইখানে মূক। কাজেই বলিতে হয়, মত্ত ব্রহ্মানন্দ তা-ই। কিন্তু এই ব্রহ্মানন্দ বুঝিতে হইলে

যে প্রীতির প্রয়োজন, সে প্রীতি যে অতি অসহায়া! কবি অক্ষয় তাহা খুলিয়া লিখিয়াছেন। অহঙ্কারের বেত্রাঘাতে প্রীতির যে দুর্দ্দশা হয়, তাহা কবি অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন। সেই অহঙ্কার-বিবশা শ্রীরও অভিব্যঞ্জনা কবি করিতে ছাড়েন নাই। আমার শাস্ত্র এইখানে আসিয়া কবিকে সান্ত্বনা দিয়াছেন। চণ্ডী অতুল্য ভাষায় বলিয়া রাখিয়াছেন যে, প্রীতি ও শ্রী জগন্ময়ী জননী—মা অন্নপূর্ণা! এক কথায় জীবনভরা তপ্তশ্বাসের ঝঞ্ঝা মলয়সমীরে—সুখ-শিহরণে পরিণত হইল। সাধকে এবং কবিতে এইটুকু পার্থক্য। কবি সদাই মৃগমদমত্ত, স্বীয় কল্পনাগত সৌরভে আকুল; সাধক সে কস্তুরীমঞ্জূষা খুঁজিয়া বাহির করিয়া দেন। আশীর্ব্বাদ করি, অক্ষয় কবি, অক্ষয় সাধক হউন।

'এ জীবনে পূরিত সকল,
সে যদি গো আসিত কেবল!
গানে বাকি সুর দিতে, ফুলে বাকি তুলে নিতে,
স্বপ্ন বাকি হইতে সকল—
সে যদি গো আসিত কেবল!'

বটেই ত! সে যদি গো আসিত কেবল! ঐ দুঃখেই ত জীবনে মরণ ঘটিয়াছে,—ক্ষণে ক্ষণে মরিতেছি, ক্ষণে ক্ষণে মরণে জীবনলাভ করিতেছি।—সে যদি গো আসিত কেবল!—শতচাঁদ নিঙ্গড়ান সুধা-মাখান নিধি আমার, জীবনমরীচিকার হেম-মৃগ আমার, সে যে আসে —আসে করিয়া আসে না,—ধরা দেয়—দেয়—দেয় না। শ্মশান-ক্ষেত্রে গঙ্গার তীরে চিতাচুল্লী জ্বালিয়া যখন বসিয়া থাকে, গঙ্গার কোটী বীচি-বল্লরীবিতানের কুল্-কুল্ ধ্বনির উপর দিয়া যে সময়ে বাতাস বহিয়া যায়; তখন মনে হয়, তাহার অঞ্চলখানি বুঝি কপোলের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। যায় বটে, কিন্তু আর আসে না। চমক্ ভাঙ্গে বটে, কিন্তু সাধ মিটে না। পরিণয়-বাসরে ফুলসজ্জায় সজ্জিত হইয়া যখন

বসিয়া থাকে, তখন পার্শ্বের চেলাঞ্চলবিমণ্ডিতা বালিকার সাবধান প্রশ্বাসের শব্দে মনে হয়, সে বুঝি গো আসিয়া বসিল! পরক্ষণেই সব অন্ধকার—স্তব্ধ, শান্ত, সংযত, স্থবির! চমক্ ভাঙ্গে বটে, কিন্তু সাধ যে মিটে না। এমনই জীবনের সকল ব্যাপারে পদে পদে, উঠিতে—বসিতে, খাইতে—শুইতে কেবল ঠকিতে থাকি; কোটী জন্মেও ট্যাণ্টালসের তৃষার উপশান্তি ঘটে না।

'বহিতেছে সেই বায়—
চমকিয়া পায় পায়
ফুলের সুবাস মত কেহ নাহি আসে!'

তাই বুক ফাটাইয়া—গগন পবন স্তব্ধ করিয়া বলিতে হয়—দুই বাহু তুলিয়া, ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া ফুকারিয়া বলিতে হয়,—'কোথা এ দুঃখের শেষ—কোথা ভগবান!'

ইহাই শঙ্খ! মড়া হাড়ের শুষ্ক নীরস পঞ্জর ভেদ করিয়া ইহাই শঙ্খধ্বনি! জন্ম-জন্ম এমনই ভাবে কত শঙ্খ বাজাইলাম—কত কাঁদিলাম, কত হাসিলাম। সাগরকূলের ঐ মৃত অস্থিখণ্ডের শব্দ-মহিমা আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিলাম না। কাহাকে ডাকে? কাহার আহ্বান এমন শুষ্ক রব করে?

'এস চণ্ডীদাস-গীতি, শ্রীচৈতন্য-প্রীতি,
রঘুনাথ-জ্ঞানদীপ্তি, জয়দেব-ধ্বনি;
প্রতাপ-কেদার-বাঞ্ছা, গনেশ-সুকৃতি,
মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বঙ্কিম-জননী!'

এস—এস! বাঙ্গালার অনন্ত অতিতের শঙ্খবাদকগণ, তোমরা সবাই একবার এস! বলিতে পার কি, এখনও কেন শঙ্খ বাজাই! বলিতে পার কি, এখনও কেন গৃহলক্ষ্মীদের হাতে ঐ শঙ্খ দিয়া পরিতৃপ্তি লাভ

করি! কেন তাহাদের স্নেহ-ফুৎকারের একটানা শব্দে প্রমত্ত হই? কেন শ্মশানের হাড় লইয়া এখনও সংসার-লীলাকে মুখর করি?

অশরীরিণী বাণী এ জিজ্ঞাসার উত্তর করিবে। বড়াল কবি সে উত্তরের ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাই শঙ্খ পড়িয়া আমি ধন্য হইয়াছি। বিস্মৃতির ভগ্নস্তূপ এক ফুৎকারে উড়িয়াছে। দেখ—দেখ, ভাগ্যে থাকে যদি তবে একটা স্ফুলিঙ্গও খুঁজিয়া পাইবে। অগ্নিহোত্রীর দেবকুণ্ড এই বিন্দুর সাহায্যে আবার ধূ-ধূ জ্বলিয়া উঠিবে। ঐ শুন—শ্রবণময় হইয়া শুন, কবি শঙ্খধ্বনি করিয়া বলিতেছেন,—

'এই মায়া মোহ ক্লেশ এইখানে হোক্ শেষ,
তুমি যেন আর—
একটী একটী করি', ন্যায়-তুলাদণ্ড ধরি'
ক'রো না বিচার!'

কলিকাতা,
১৩ই আশ্বিন, ১৩২০ সাল

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

I have sinuous shells of pearly hue
Within, and they that lustre have imbibed
In the Sun's palace-porch, where when unyoked
His chariot-wheel stands midway in the wave :
Shake one and it awakens, then apply
Its polisht lips to your attentive ear
And it remembers its august abodes,
And murmurs as the ocean murmurs there.

W. S. Landor.

উপহার

সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত প্রমথচন্দ্র কর

করকমলেষু

সে দিন—বর্ষার দিন, অতীব দুর্দ্দিন।
অতি অন্ধকার ধরা,
আকাশ জলদে ভরা,
ঝরিছে মুষল-ধারা—বিশ্রাম-বিহীন;
বিজলী জ্বলিয়া উঠে,
কড়-কড় বজ্র ছুটে,
আছাড়ে করকা-শিলা—ধ্বংস সম্মুখীন!
দাপটে ঝাপটে বায়ু
ছিঁড়িছে বিশ্বের স্নায়ু—
পিচ্ছিল গন্তব্য-পথ, কর্ত্তব্য কঠিন।

ভীষণ অদৃষ্ট-রণ—সম্মুখে বিনাশ!
ফিরে' চাই ধরা পানে—
আঁধার ভ্রূকুটী হানে,
ঝটিকা ঝাপটে আনে তীক্ষ্ণ উপহাস।

আকাশের পানে চাই—
দেবতার চিহ্ন নাই,
কুণ্ডলিছে অন্ধকার—গাঢ় নিরাশ্বাস !
পদে পদে উঠি পড়ি,
দেখি,—তুমি করে ধরি'
দিতেছ হৃদয় ভরি' মমতা বিশ্বাস !

বিগত বরষা ; আজ তুফানের শেষে
এনেছি এ হৃদি-শঙ্খ,
(থাক্ বালু, থাক্ পঙ্ক ;)
আগ্রহে কম্পিত-বক্ষে—বড় ভালবেসে !
আমি ক্ষুদ্র, আমি দীন—
সে যে জীবনের ঋণ !
স্মরিয়া বিগত দিন—লও, ভাই, হেসে ।
সৌভাগ্য-সম্পদ সহ
তার স্নেহাশিস্ লহ—
দেবতায় অহরহ
ডেকেছিল যে তোমার মঙ্গল-উদ্দেশে ।

হৃদয়-শঙ্খ

তুচ্ছ শঙ্খসম এ হৃদয়
পড়িয়া সংসার-তীরে একা—
প্রতি চক্রে আবর্ত্তে রেখায়
কত জনমের স্মৃতি লেখা!

আসে যায়—কেহ নাহি চায়,
সবাই খুঁজিছে মুক্তামণি;
কে শুনিবে হৃদয়ে আমার
ধ্বনিছে কি অনন্তের ধ্বনি!

হে রমণী, লও—তুলে' লও,
তোমাদের মঙ্গল-উৎসবে—
একবার ওই গীতি-গানে
বেজে' উঠি সুমঙ্গল রবে !

হে রথী, হে মহারথী, লও,
একবার ফুৎকার' সরোষে—
বল-দৃপ্ত, পরস্ব-লোলুপ
মরে' যাক্ এ বজ্র-নির্ঘোষে !

হে যোগী, হে ঋষি, হে পূজক,
তোমরা ফুৎকার' একবার—
আহুতি-প্রণতি-স্তুতি আগে
বহে' আনি আশীর্ব্বাদ-ভার !

কবি

আমরা স্বপনে মাতি,
জগতে স্বরগে গাঁথি,
গায়ি নিত্য নব গান ;
কখন সাগর-তীরে,
কখন ভূধর-শিরে—
কোথাও নাহিক স্থান !

আমরা জানি না ছল,
মানি না পাশব বল,
নাহি চাই ধনজন ;
ল'য়ে সুখহীন সুখ,
ল'য়ে দুখহীন দুখ
সহি কত অনশন !

আমরা চাহি না কিছু,
কাল পড়ে' রয় পিছু,
ধরণী লুটায় পায় ;
আমাদের অনুরাগে
জগতে মানব জাগে—
চির-দেব-মহিমায় !

আমরা জীবন গড়ি,
মরণে মধুর করি,
নিরাশায় দেই আশা ;
শিশুরে হৃদয়ে টানি,
রমণীরে দেবী মানি,
যুবজনে ভালবাসা ।

পীড়িতের লাগি' যুঝি,
পতিতের ব্যথা বুঝি,
সচেতন রাখি দেশ ;
আমরা দেশের প্রাণ,
প্রীতি, স্মৃতি, ধ্যান, জ্ঞান ;
আমরা আদি ও শেষ ।

হৃদয়

যে মন্দির পানে চাহি' স্বতঃ মনে হয়,—
এ নহে মর্ম্মর-স্তূপ, শিল্পীর হৃদয় ;
সে-ই দেব-গেহ।
যে মূর্ত্তি হেরিয়া চিত্ত আনন্দে বিহ্বল,—
নিকষে শিল্পীর প্রাণ করে ঢল্-ঢল্ ;
সে-ই দেব-দেহ।

যে গীতে ঝঙ্কারে সুরে গায়কের মন,—
কত-না অব্যক্ত আশা, অস্ফুট ক্রন্দন ;
সে-ই দেব-গীতি।
যে কাব্যে বিকাশে ছন্দে কবির অন্তর,—
জীবনে জাগিয়া উঠে জন্ম-জন্মান্তর ;
সে-ই দেব-প্রীতি।

কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমূর্ত্তি নয়,
ধরণী চাহিছে শুধু,—হৃদয়—হৃদয়।

প্রতিভার উদ্বোধন

বিধাতার নিষ্কাম হৃদয়ে
চমকিল প্রথম কামনা ;
চমকিল নব আশা-ভয়ে
আনন্দের পরমাণু-কণা !

অসহ্য এ নব জাগরণ—
আকুল ব্যাকুল চিত্তাকাশ !
স্পন্দন—কম্পন—আলোড়ন—
এ কি আশা, না এ অবিশ্বাস ?

কাঁপিতেছে ক্ষুব্ধ অন্ধকার,
অপেক্ষায় হৃদয় অস্থির ;
গড়িছে—ভাঙ্গিছে বারবার—
এ কি খেলা মুগ্ধা প্রকৃতির !

বারবার মুছেন নয়ান,
ক্রমে ছায়া—ক্রমশঃ আভাস ;
নাহি জ্ঞান, নহেন অজ্ঞান—
সহসা জগৎ পরকাশ !

পড়িল গভীর দীর্ঘশ্বাস,
এ কি দুঃখ—না এ সুখ অতি !
বাস্তব—না কল্পনা-বিকাশ ?
কামনা-বাসনা মূর্ত্তিমতী !

বিস্ময়-বিহ্বল মহাকবি
চাহিয়া আছেন অনিমিখে—
সম্মুখে ফুটিছে নব রবি,
তারকা ফুটিছে দশ দিকে !

মহাশূন্য পরিপূর্ণ আজি
সুকোমল তরল কিরণে !
ঘুরে গ্রহ-উপগ্রহরাজি
দূরে—দূরে বিচিত্র-বরণে !

গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে ছুটে
ওঙ্কার-ঝঙ্কার অনাহত।
পঞ্চভূত উঠে ফুটে' ফুটে'
রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে কত!

ছন্দে বন্ধে যতি-গরিমায়
চলে কাল ললিত-চরণে!
অন্ধশক্তি পূর্ণ সুষমায়,
চেতনার প্রথম চুম্বনে!

নীলবাসে ঢাকি' শ্যামদেহ
শশিকক্ষে ভ্রমে ধরা ধীরে;
কত শোভা, কত প্রেম-স্নেহ,
জলে স্থলে প্রাসাদে কুটীরে!

চাহে উষা—চকিত নয়ন,
ফুলবাসে বায়ু সুবাসিত;
উঠে ধীর বিহগ-কূজন—
সৃষ্টি 'পরে স্রষ্টা বিভাসিত!

সমাপ্ত বিধির সৃষ্টি-ক্রিয়া,
অসমাপ্ত সৃজন-কল্পনা—
এস তবে, এস বাহিরিয়া
চিত্ত হ'তে, চিন্ময়ী চেতনা !

এস, নিত্য-স্বরগ-স্বপন,
রূপ-রস-শব্দ-অসীমায়—
মর-জন্ম করিয়া লুণ্ঠন
অমর সৌন্দর্য্য-মহিমায় !

ল'য়ে এস—সে আদি-কল্পনা,
সুখে দুঃখে মরণে নির্ভয়,
সে অব্যক্ত আনন্দ-বেদনা,
সেই প্রেম—অনাদি অক্ষয় !

প্রতিভার নিবর্ত্তন

কেন এই শূন্য অনুভব ?
কাতরে কাঁদিছে মনঃপ্রাণ ।
কি অব্যক্ত যন্ত্রণার রব—
শ্বাসে শ্বাসে মরণ-আহ্বান !

কোন্ অমরীর দেবদেহ
ছিল মর্ম্মে জড়ায়ে গোপনে—
দিয়া শোভা, দিয়া প্রেম-স্নেহ,
নাহি দিত বুঝিতে আপনে !

চলে' গেছে অলক্ষ্যে কখন্—
কি চঞ্চল দেবতার প্রীতি!
এ কি সত্য—কল্পনা—স্বপন?
না এ কোন জন্মান্তর-স্মৃতি?

খুঁজিতেছি—আকুল নয়ন,
আলোকে জগৎ গেছে ভরি'।
কোথা প্রেম—স্নিগ্ধ আবরণ!
শূন্য হৃদি ধূ-ধূ করে পড়ি'!

কেন দুঃখ—আশা-ভাষা-হীন,
স্মৃতি-হীন বিরহ-হুতাশ!
কোথা সেই যৌবন নবীন?
পড়িছে প্রৌঢ়ের দীর্ঘশ্বাস।

আর্ত্তি

অন্ধ যথা খর জ্ঞানে অনুভবে'—অনুমানে
গন্তব্য আপন ;
নাহি সে অন্তর-দৃষ্টি, বুঝি না তোমার সৃষ্টি—
জীবন মরণ।

অধর-কম্পন যথা হেরি', বুঝে' লয় কথা
বধির যে জন ;
কেন সুখ-দুঃখ সাথ তোমার ইঙ্গিত, নাথ,
নাহি বুঝে মন !

আঘ্রাণি' সহজ-জ্ঞানে পশু ভাল-মন্দ জানে ;
বুদ্ধি ল'য়ে নর—
প্রতি চিন্তা—প্রতি কর্ম্মে কি পরীক্ষা ধর্ম্মাধর্ম্মে
সহে নিরন্তর !

শত আশা-ভাষা নিয়া   মূক পুত্র আকুলিয়া
কাঁদে উভরায় ;
তুমি পিতা, স্নেহে দুখে   আদরে না নিলে বুকে—
কি তার উপায় !

দেহ কি চঞ্চল মর্ম্ম,   কি ক্ষুধার্ত্ত অস্থি-চর্ম্ম—
সহস্র তাড়না !
এত নিগ্রহের মাঝে   ভুলিতেছি তব কাজে—
কর হে মার্জ্জনা !

ফিরে' লও তব দান,—এই দেহ মনঃ প্রাণ,
শ্রান্ত ক্লান্ত অতি ;
ফিরে' লও ভুল, ভ্রম,   পাপ, তাপ, বৃথা শ্রম—
দাও অব্যাহতি !

প্রীতি

অতি অসহায় প্রীতি দাঁড়াইয়া পথ-ধারে,
দিয়া হাসি, দিয়া গান, বরিয়া লহ গো তারে !
নগর প্রান্তর ঘুরি',
ত্যজি' কত রাজপুরী,
কি পুণ্যের ফলে আজি এসেছে তোমার দ্বারে !
হে দম্পতি, উঠ ত্বরা,
ফুলে ভরে' গেছে ধরা,
বিহগ ডাকিয়া সারা, কাঁপে আলো মেঘ-আড়ে
দেখ—দেখ আঁখি ভরি',
কি স্বপনে, মরি মরি,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে বাছা হাসি-মুখে বাহু নাড়ে !

দ্বারে প্রীতি দাঁড়াইয়া, আগুসর'—আগুসর'!
চেয়ো না—কয়ো' না এত, আদরে হৃদয়ে ধর!
পদশব্দে চমকায়,
দূর পথপানে চায়,
পরশে কম্পিত কায়, ভুরু-ভঙ্গে জড়-সড়।
ডাকিলে পলায় ত্রাসে,
না ডাকিলে ছুটে' আসে,
দিলে পথে ফেলে' যায়, না দিলে কাতর বড়!
হে গৃহিণী, দীপ আনি'
দেখ বধূ-মুখখানি—
হাসিতে মধুর অতি, রোদনে মধুরতর!
এসেছে নূতন দেশে,
কোলে তুলে' লও হেসে,
ভালবেসে—ভালবেসে পরে আপনার কর!

ছুটিছে ব্যথিত প্রীতি ক্ষোভে রোষে অভিমানে,
সম্মুখে সহস্র অসি, কোন বাধা নাহি মানে।
মরে যে ফুলের ঘায়,
মরণে না ভয় পায়,
ভাঙ্গি' লৌহ-কারাগার প্রিয়জনে বুকে টানে!

ঝরে রক্ত তনু বেয়ে,
দেখ, কবি, দেখ চেয়ে—
আছে চেয়ে অনিমিখে প্রিয়জন-মুখপানে।
মুদে' আসে আঁখি-পাতা,
পতি-পদে লুঠে মাথা,
মরণ চরণ-প্রান্তে দাঁড়ায়ে বিহ্বল-প্রাণে!

অতি অসহায় প্রীতি বসিয়া তটিনী-তীরে,
পশ্চিমে রক্তিম রবি ডুবিতেছে ধীরে ধীরে।
আলু-থালু রুক্ষ কেশ,
ধূলি-ধূসরিত বেশ,
পাণ্ডুর কপোল-দেশ, আঁখি দুটী অন্ধ নীরে।
দূরে ভেসে' যায় তরী,
পড়ে মেঘ মেঘোপরি,
পড়ে ঘন কালো ছায়া—জলে স্থলে তরুশিরে
নাহি গেহ, নাহি কেহ,
শূন্য প্রাণ, জীর্ণ দেহ,
তোমার মরণ-স্নেহ দাও, দেব, দুঃখিনীরে!

শ্রী

দেবী,

তোমার মধুর হাসে,
তুচ্ছ ম্লান ছিন্নবাসে
চকিতে জাগিয়া উঠে নিদ্রিতা অমরী !
আলু-থালু কেশরাশ,
মুখে হাসি, চোখে ত্রাস,
লাজে টানে বক্ষোবাস আজীবন ধরি' !
সেই চাঁদ আধ চায়,
সেই ফুল ঝরে গায়,
আলোকে আঁধারে সেই দূরে জড়াজড়ি !

তোমার কোমল স্পর্শে
পাষাণ মুঞ্জরে হর্ষে—
সহস্র নয়ন 'পরে দাঁড়ায় উর্ব্বশী :
কিবা মুখ অভিরাম,
কিবা কম্বুকণ্ঠ-ঠাম !
মূরছিয়া পড়ে কাম উরস পরশি' ।
কোথা ঊষা অচঞ্চল,
নির্জ্জন মন্দার-তল,
কোথা মন্দাকিনী-জল—তরল আরসী।

তোমার করুণ শ্বাসে
কাঁদে প্রাণ কি উচ্ছ্বাসে !
জগৎ মুদিয়া আসে শুনে' সে বাঁশরী
সুর পায় কিবা সুর—
আশা-ভাষা শত-চূর !
মুগ্ধ-প্রাণ দেবাসুর সুধা পান করি' :
ধরা ফুলে ফুলময়,
যমুনা উজানে বয়,
রমণী ত্বরিতে ধায় ভরিতে গাগরী ।

তোমার নয়ন-রাগে
কি নব-বসন্ত জাগে !
মুঞ্জরিয়া উঠে দেহ, গুঞ্জরিয়া মন !
ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ মতি
লভে কি তড়িৎ-গতি—
যেন মূলা পরাকৃতি বেড়ে ত্রিভুবন !
আপনে আপনি লিখে'
চেয়ে থাকে অনিমিখে,
জগতে চেতনা দিয়ে নিজে অচেতন !

দেবী,
তোমারি চরণ-মূলে
আছি আমি বিশ্ব ভুলে' !
আমারে না হেরে' রাধা কাঁদে উভরায় !
শকুন্তলা নিত্য আসি'
হেরে মম রূপরাশি !
রত্নাবলী লতা-ফাঁসী গলে দিতে যায় !
মহাশ্বেতা আমা তরে
চির ব্রহ্মচর্য্য করে !
সাবিত্রী আমারে ধরে' যমেরে তাড়ায় !

তোমারি বিরহে কাঁদি'
মেঘে আমি কত সাধি,
খুঁজি কত পদ্মবন, ডাকি দেবগণে !
চাঁদে ফিরে' ফিরে' চাই,
মলয়ে আঘ্রাণ পাই,
বাহুভ্রমে ছুটে' যাই লতা-আলিঙ্গনে !
শক্রধনু হেরি' ক্রোধে
ধরি ধনু দৈত্যবোধে ;
অর্দ্ধ-বস্ত্র শনি-গ্রস্ত ভ্রমি বনে বনে।

মূর্চ্ছান্তে চমকি' চাই,
বায়ু বলে নাই—নাই,
পতি-নিন্দা-শোকে সতী ত্যজেছে ভূতল !
স্কন্ধে ল'য়ে মৃতদেহ,
বুকে ল'য়ে প্রেম-স্নেহ—
ত্রিভুবনে নাহি গেহ—ছুটিছে পাগল !
কালের কুটিল দিঠে
পড়ে অঙ্গ পীঠে পীঠে—
পতি-প্রেমে দেবী তুমি, পীঠে তীর্থস্থল !

শঙ্কা

বিরচি' জগৎ-মাঝ
মমতার 'মমতাজ'—
বুক-ভরা নিরাশায় স্বপন-রচনা !
অশ্রু দিয়া, শ্বাস দিয়া,
মনঃপ্রাণ নিঙ্গাড়িয়া,
তোমারি প্রীত্যর্থ, প্রিয়া, তোমারি কল্পনা !
সে তপস্যা ঘেরি' ঘেরি'
ঘুরে তব স্মৃতি-চেড়ী,
মরণ মধুর করি'—জীবন ছলনা।

ত্রয়ী

∴

জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র মহান্—
প্রতিজনে করিতেছে সতত আহ্বান !
তবু নর অন্যমনে
তুচ্ছ সুখ-দুঃখ গণে,
প্রাণ-পণে রুদ্ধ করি' নিজ মনঃপ্রাণ !
ক্ষণ-তরে স্বার্থ ভুলি'
হৃদি-শঙ্খ লহ তুলি',
শুন, কি ওঙ্কার-ধ্বনি—বিশ্ব কম্পমান !
কি ধীর গভীর শব্দ—
ধরণী ধূসর স্তব্ধ,
সুরনর থর-থর—নাহি পরিত্রাণ !
মূর্চ্ছিত মলিন ভানু,
শ্লথ অণু-পরমাণু,
বাজিছে পিনাকি-করে প্রলয়-বিষাণ !
জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র মহান্ ।

১

জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র ভীষণ—
ডাকিতেছে জনে জনে গর্জ্জি' অনুক্ষণ !
তবু নর, এ কি ভ্রান্তি,
ল'য়ে ক্ষুদ্র কড়াক্রান্তি,
ল'য়ে ক্ষুদ্র দ্বেষ গর্ব্ব, সদা জ্বালাতন !
যেন মত্ত দৈত্য সবে
মাতিয়াছে রণোৎসবে—
দেব-নর-রক্তে বিশ্ব রক্তিম বরণ !
কুল-কুণ্ডলিনী মা গো,
উঠ—উঠ, জাগো—জাগো,
এস—এস সহস্রারে, রক্ষ' ত্রিভুবন !
এস রণে, কপালিনী—
কালভয়-নিবারিণী !
মুক্তকেশী, উলঙ্গিনী, পদে ত্রিলোচন !
জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র ভীষণ।

২

জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র মধুর—
বেহাগে আলাপে কার বাঁশরী সুদূর !

আবেশে অবশ প্রাণ,
মুদে' আসে দু' নয়ান,
ঘুমে আলু-থালু ধরা,—সোহাগে বিধুর
পাপিয়া ডাকিয়া সারা,
যমুনা আপনা-হারা,
কানন কুসুমে ভরা, পবন মেদুর।
এ অলস-জাগরণে
পড়িয়া পড়ে না মনে—
দেখি-দেখি-দেখি-না সে বদন বঁধুর!
আকুল ব্যাকুল আশা,
কি পিপাসা—নাহি ভাষা!
হৃদয় ভ্রমিছে কোথা—কোন্ স্বর্গ দূর!
জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র মধুর।

৩

জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র সুন্দর—
প্রকৃতির অসংবৃত বক্ষঃ-নীলাম্বর!
সুমেরু-চুচুক-পাশে
সুকুমারী ঊষা হাসে;
বিসর্পী হোমাগ্নি-ধূমে মরুত কাতর।

তুষার, নীবার দলি'
ঋষিকন্যা যায় চলি' ;
চরে সরস্বতী-তটে কপিলা নধর।
আহরি' সমিধ-ভার
আসে শিষ্য সুকুমার ;
যজ্ঞ-কুণ্ডে ঢালে হবিঃ ঋত্বিক ভাস্বর।
সোমগন্ধে সামচ্ছন্দে
নামিছেন কি আনন্দে
অরুণ বরুণ ইন্দ্র উজ্জ্বলি' অম্বর।
জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র সুন্দর।

প্রার্থনা

দুঃখী বলে,—'বিধি নাই, নাহিক বিধাতা ;
চক্রে সম অন্ধ ধরা চলে।'
সুখী বলে,—'কোথা দুঃখ, অদৃষ্ট কোথায় ?
ধরণী নরের পদতলে।'

জ্ঞানী বলে,—'কার্য্য আছে, কারণ দুর্জ্জেয় ;
এ জীবন প্রতীক্ষা-কাতর।'
ভক্ত বলে,—'ধরণীর মহারাসে সদা
ক্রীড়ামত্ত রসিক-শেখর।'

ঋষি বলে,—'ধ্রুব তুমি, বরেণ্য ভূমান্।'
কবি বলে,—'তুমি শোভাময়।'
গৃহী আমি, জীবযুদ্ধে ডাকি হে কাতরে,—
'দয়াময়, হও হে সদয়!'

পিতৃহীন

এখনো নিদ্রিত, পিতা! এল সন্ধ্যা হ'য়ে,
কত ক্ষণ ঘুমাইবে আর?
করিবে না সন্ধ্যাহ্নিক? গঙ্গোদক ল'য়ে
রাখিয়াছি শিয়রে তোমার।
উঠ, দেখ চেয়ে, দেছি গবাক্ষ খুলিয়া,
সূর্য্য ওই বসেছেন পাটে;
মেঘ হ'তে মেঘে আলো পড়িছে ঢলিয়া,
অন্ধকার জমিতেছে মাঠে।

সন্ধ্যা হ'ল—উঠ, পিতা ! মন্দিরে মন্দিরে
আরতির বাজিছে বাজনা।
জ্বালিব কি দীপ ?—জ্বলে কুটীরে কুটীরে ;
করিবে না গায়ত্রী-বন্দনা ?
বড় অন্ধকার গৃহ, পাইতেছি ভয়,
উঠ, পিতা, কও—কথা কও !
অন্যদিন কত পাঠ, কত গল্প হয় ;
তুমি ত কঠোর কভু নও।

কেন এ ঘর্ঘর-ধ্বনি, কেন এ ভ্রূকুটী ?
কেন, পিতা, কেন হেন রোষ ?
সেই আমি আছি বসে' ল'য়ে ভাই দুটী,
করি নাই আজ কোন দোষ।
পদাঘাত ? তাই কর—পুনঃ পদাঘাত ?
বড় বাজিয়াছে, পিতা, বুকে !
বেজেছে তোমার পায় ? বুলাব কি হাত ?
কও, পিতা, কও হাসি-মুখে।

এ কি, পিতা! কেন পদ তুষার-শীতল,
কেন হেন নিঃশ্বাস সঘন?
দিব কি উত্তাপ আমি? জ্বালিব অনল?
শীতে বুঝি করিছ এমন!
এস, ভাই, বস' হেথা নিমেষের তরে,
দীপ জ্বালি' শীঘ্র অগ্নি করি;
এখনো হয় নি রাত, দিব ভাত পরে,
কাঁদিস্ না, পায়ে তোর পড়ি!

পিতা! পিতা! কেন মাথা লুঠায় এমন?
এ কি নব দেবতা-প্রণতি!
এ কি মুখভঙ্গী—এ কি ঘূর্ণিত নয়ন!
ক্ষমা কর, ভীত আমি অতি।
কি করুণ-কণ্ঠে শিবা ডাকিছে বাহিরে—
পেচকের কি তীব্র চীৎকার!
কি চঞ্চল দীপ-শিখা—আঁকিছে প্রাচীরে
কত মূর্ত্তি—বিকট-আকার!

পিতা ! পিতা ! ঘুমালে কি ? গৃহ অন্ধকার,
আকুলি' উঠিছে প্রাণ ত্রাসে !
আশে-পাশে ঘুরিতেছে শুভ্র বাস কার—
রুদ্ধ গৃহে কেবা যায় আসে ?
এ কি নিদ্রা ?—সর্ব্বদেহ শীতল কঠিন,
নাহি শ্বাস, না বহে ধমনী !
এ কি মৃত্যু ?—যে মৃত্যু মাগিতে প্রতিদিন ?
লভেছেন যে মৃত্যু জননী ?

প্রভাতে ফিরিছে গৃহে স্বপ্নাতুর মত,
গলে শোক-উত্তরীয় দোলে ;
প্রতিবেশী জনে জনে বুঝাইছে কত—
দ্বারে এসে ডাকে 'পিতা' বলে' !

বন্ধুর বিবাহ

১ম। কি কুহকী ফুলবাণ—
মধুময় কি সন্ধান!
কে জানে কখন্ মলয় বহিল—
কুয়াসা টুটিল, কুসুম ফুটিল,
বিহগ গায়িল গান!
শিহরিল দেহ, উথলিল স্নেহ,
জাগিল হৃদয়ে কোন্ দূর গেহ,
কবে সেই প্রাণ-দান!

২য়। চারি দিকে চায় আকুল-হৃদয়,
হাসিতে বাঁশীতে ধরা মধুময়;
কার কথা যেন মনে হয়—হয়,
তবুও হয় না মনে!
পথ-পানে চেয়ে সে যেন এমনি
যাপিছে জীবন পল গণি' গণি',
চোখে কত কথা, বুকে কত ব্যথা,
কোলে মালা অযতনে—
তবুও হয় না মনে!

৩য়। এস, প্রিয়সখী, তিথি অনুকূল,
আশা-পিপাসায় প্রাণে কত ভুল !
কত গাহি গান, কত তুলি ফুল—
মজিয়া তোমার ধ্যানে !
সেই সুখে সাধে, সেই প্রেমে লাজে,
দাঁড়াও—দাঁড়াও এসে ধরামাঝে !
এস প্রতিপলে, এস প্রতিকাজে,
এস মনে, এস প্রাণে !

৪র্থ। ঘুচাও বিষাদ শোক পাপ তাপ,
নর-জীবনের চির-অভিশাপ—
তোমার প্রণয়-দানে !
এস প্রেমময়ী, এস সুমঙ্গলে,
ডাকিছেন মাতা ল'য়ে দূর্ব্বাদলে ;
সখারা ডাকিছে গানে,—
এস মনে, এস প্রাণে।

সন্ধ্যা

দূরে—সুমেরুর শিরে আসে সন্ধ্যারাণী,
সুনীল বসনে ঢাকি' ফুল-তনুখানি।
তরল গুণ্ঠন-আড়ে
মুখ-শশী উঁকি মারে ;
সরমে উছলি' পড়ে কত প্রেম-বাণী !

নব-নীলোৎপল মত
আঁখি দুটী অবনত ;
সম্ভ্রমে সঙ্কোচে কত বাধিছে চরণ !
পতির পবিত্র ঘরে
সতী পরবেশ করে—
হাতে সুবর্ণের দীপ, হৃদয়ে কম্পন !

নয়নে গভীর তৃপ্তি—
ক্ষীরোদ-সমুদ্র-দীপ্তি ;
অধরে চন্দ্রিকা-হাসি—বিজয়-বিশ্রাম !
নিঃশ্বাসে মলয়াবেগ,
অলকে অলক-মেঘ,
শুক্রতারা-মুকুতার—নৃত্য অভিরাম !

আসে ধনী আথি-বিথি,
কপালে তারকা-সিঁথী,
সীমন্তে সিন্দূর-বিন্দু—দিনান্ত-তপন ;
গুচ্ছে গুচ্ছে কালো চুলে
স্তব্ধ অন্ধকার দুলে ;
দিগন্ত-বসনাঞ্চলে কত না রতন !

গলে নীহারিকা-মালা,
করে সপ্তঋষি-বালা,
রাশিচক্র-মেখলার কি ক্রীড়া মঙ্গল !
জলদ চরণ-তলে
কাঁদিছে মঞ্জীরচ্ছলে ;
বনানী-বসনপ্রান্তে—চিত্র ঝল-মল্ !

অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব দৃশ্য !
সম্ভ্রমে প্রণমে' বিশ্ব,
দেবতা আশিস্-ছলে বরষে শিশির ।
নদীমুখে কল-গীতি,
সমুদ্র-হৃদয়ে স্ফীতি,
অগুরু-চন্দন-ধূপে অলস সমীর ।

ঘরে ঘরে দীপ জ্বলে—
পুলিনে, তুলসী-তলে,
যেন শত চক্ষু মেলে' হেরিছে ধরণী !
মন্দিরে মঙ্গলারতি,
বালা পূজে সন্ধ্যাসতী,
পুরনারী ভক্তিভরে করে শঙ্খ-ধ্বনি ।

এস, প্রিয়া—প্রাণাধিকা,
জীবন-হোমাগ্নি-শিখা !
দিবসের পাপ-তাপ হোক্ হতমান !
ওই প্রেমে—প্রেমানন্দে,
ওই স্পর্শে, বাহু-বন্ধে,
আবার জাগুক্ মনে,—আমি যে মহান্,
একেশ্বর, অদ্বিতীয়, অনন্য-প্রধান !

আহ্বান

১

হের, প্রিয়া, এই ধরা—তরু-লতা-পুষ্প-ভরা,
গিরি-নদী-সাগর-শোভনা—
নগ্ন দেহে, মুক্ত প্রাণে   চাহিয়া আকাশ-পানে ;
নাহি লজ্জা, নাহিক ছলনা।

হের, ওই মহাকাশ—ল'য়ে মেঘ রাশ রাশ,
লইয়া আলোক অন্ধকার—
কি গাঢ় গভীর সুখে   পড়িয়া ধরার বুকে ;
নাহি ঘৃণা, নাহি অহঙ্কার।

শিরে শূন্য, পদে ভূমি,   মধ্যে আছি আমি তুমি—
কল্প-কল্প বিকাশ-বারতা।
আছে দেহ—আছে ক্ষুধা,   আছে হৃদি—খুঁজি সুধা,
আছে মৃত্যু—চাহি অমরতা!

আছে দুঃখ, আছে ভ্রান্তি, আছে সুখ, আছে শ্রান্তি,
আছে ত্যাগ, আছে আহরণ ;
তুমি সাগরের প্রায় পারিবে কি ঝটিকায়
উঠিতে পড়িতে আমরণ ?

২

আজি করে কর দিয়া বুঝিছ আমারে, প্রিয়া ?
বুঝিছ কি মনঃপ্রাণ সব ?
নহে মৃৎ, নহে শূন্য, নহে পাপ, নহে পুণ্য,—
আত্মায় আত্মার অনুভব !

বুঝিছ কি এ আনন্দ—এত আলো, এত ছন্দ,
এত গন্ধ, এত গীতিগান !
কত জন্ম-মৃত্যু দিয়া, কত স্বর্গ-মর্ত্ত্য নিয়া
করি আজ তোমারে আহ্বান !

বিস্ময়ে—কাতর চক্ষে হের, এ কম্পিত বক্ষে
কত শোভা—কত ধ্বংস, প্রিয়া !
শত শত ভগ্ন স্তূপ—কি বিরাট—অপরূপ—
জন্ম-জন্ম আশা-স্মৃতি নিয়া !

চিত্রে শিল্পে কাব্যে গানে   মগন তোমার ধ্যানে,
তুচ্ছ করি' কালের গরিমা।
পাষাণে পাষাণে রেখা—তোমার প্রণয়-লেখা,
মর জড়ে অমর মহিমা!

৩

আসে সন্ধ্যা মৃদু-গতি,   আকাশ কোমল অতি,
জল স্থল নিস্পন্দ নির্ব্বাক্,
পশু পক্ষী গেছে ফিরে',   ফুটে তারা ধীরে ধীরে,
শ্রান্ত ধরা—শ্লথ বাহু-পাক।

এস, এ হৃদয়ে মম,   অস্ফুট চন্দ্রিকা সম,
প্রেমে স্তব্ধ, স্নিগ্ধ করুণায়!
ঢেকে' দাও সব ব্যথা, অসমতা, অক্ষমতা,
জড়ায়ে—ছড়ায়ে আপনায়!

ল'য়ে প্রেম-সুধারাশি   এস দেবী, এস দাসী,
এস সখী, এস প্রাণপ্রিয়া!
এস, সুখ-দুঃখ-দূরে,   জন্ম-মৃত্যু ভেঙ্গে-চূরে,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ব্যাপিয়া!

সদ্যোজাতা কন্যা

১

কে তুই রে সুধারাশি পড়িলি ঝাঁপায়ে
প্রেয়সীর কোলে !
সমুদ্র আকুল-হিয়া, কোটি বাহু আস্ফালিয়া,
তোরে কি ডাকিতেছিল কল্লোলে কল্লোলে ?

তোরে কি ডাকিতেছিল অধীর ঝটিকা
শ্বসি' বার বার ?
করি' ধরা ছলু-স্থূল, উপাড়িয়া তরু-মূল,
ভাঙ্গিয়া সমুদ্র-কূল—করি' হাহাকার ?

তোরে কি খুঁজিতেছিল শত চক্ষু দিয়া
বিহ্বল আকাশ ?
ফুল, ফল, লতা, তরু, নদ, নদী, গিরি, মরু—
জড়ায়ে সমস্ত ধরা মিটে নি পিয়াস ?

২

কোথা ছিলি এত দিন ? ছিলি কি লুকায়ে
শারদ জ্যোৎস্নায় ?
কোথা ছিলি এত দিন ? ছিলি কি বসন্তে লীন ?
ছিলি কি বরষা-প্রাতে, নিদাঘ-সন্ধ্যায় ?

কোথা ছিলি এত দিন ? ছিলি কি লুকায়ে
প্রেয়সীর পাশে ?
প্রেম-আলিঙ্গন-স্পর্শে, না জানি—কি সুখে হর্ষে.
ঝাঁপায়ে পড়িলি বুকে সরল বিশ্বাসে !

কিংবা আজীবন এই হৃদয়-ব্রহ্মাণ্ডে
যে আকুল স্নেহ—
অণু-পরমাণু মত ঘুরিত রে অবিরত,
ঘুরে' ঘুরে' এত পরে ধরেছে ও দেহ !

৩

আয় বাছা, কর্ম্মক্ষেত্রে মহাজন তুই,
অতীতে নবীন !
ধরিয়া নূতন কায়া এসেছ মায়ের মায়া,
পুত্র হ'তে ফিরে' নিতে পূর্ব্ব স্নেহ-ঋণ !

আয় বাছা, আমাদের ভাগ্যলিপি তুই,
দেব-আশীর্ব্বাদ !
দেহ যাবে ধরা হ'তে, চির-প্রাণ রেখে' তো'তে ;
আয় সান্ত জীবনের অনন্ত আস্বাদ !

কিংবা সৃষ্টি-আদি হ'তে আজিকে অবধি
ধরার ভিতর—
যত প্রাণ গেছে টুটে', তোমাতে এসেছে ফুটে'—
মরণ-সাগরে নব-জীবন সুন্দর !

কিংবা ভবিষ্যৎ-গর্ভে আছে যত প্রাণ,
রে ঊষা-আলোক !
তোমারেই করে' ভর, আসিছে তোমার পর—
বীজে যথা কল্পতরু, অণুতে ভূলোক !

৪

অনাদি-অনন্ত-রূপা মহাকাল-মায়া,
আয়, বুকে আয়!
আয় সৃষ্টি-স্থিতি-মূর্ত্তি! আয় বিশ্বরূপা স্ফূর্ত্তি!
কি যত্ন করিব তোরে—স্নেহে না কুলায়!

নমি প্রজাপতি-পুণ্য, লক্ষ্মী-স্বরূপিণী!
ধন্য কর্ম্মভূমি!
ধন্য এ মোহের ঘোর—পাপ তাপ দুঃখ মোর,
জীবন-মন্থন-শেষে এলে যদি তুমি!

এস, তুমি লো প্রকৃতি! শক্তি-রূপিণীরে
ল'য়ে কোলে তবে!
নিষ্কম্প-প্রদীপ-আঁখি—জন্ম-জন্ম চেয়ে থাকি,
দুলুক হৃদয়-পদ্ম প্রেমের প্রণবে!

আদর

[প্রতি শ্লোকের শেষাংশ ছড়্ হইতে গৃহীত]

বড় দুষ্ট, না—না, যাদু, অতি শিষ্ট তুমি !
আর ফুলায়ো না ঠোঁট, এই মুখ চুমি ।
তোমারে বকিতে পারে হেন সাধ্য কার—
সসাগরা ধরিত্রীর সম্রাট আমার !
ছাড়্,—ছাড়্, লক্ষ্মীছাড়া, গোঁফগুলো গেল,
এই লও রাঙ্গা লাঠী, বসে' রসে' খেল' ।

খেল', ভদ্র দিগম্বর, লইয়া খেলনা,
করিব তোমার নামে কবিতা রচনা ।
তুমি নয়নের মণি, বিশ্ব-চরাচর
তোমার নয়ন পাতে কি শুভ সুন্দর !
আলোকে পুলকে ধরা উঠিছে রাঙ্গিয়া—
ওই যা ! বেহালাখানা ফেলিল ভাঙ্গিয়া !

অমরীর কর-চ্যুত তুমি ফুল-ইষু,
নিষ্কলঙ্ক শাপ-ভ্রষ্ট ক্ষুদ্র দেব-শিশু।
কত পুণ্যে পাইয়াছি তোরে, প্রাণাধিক!
রোদনে মুকুতা ঝরে, হাসিতে মাণিক।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য ভুলে' থাকি তোরে কোলে নিলে—
দেখ—দেখ, সিকি দুটো ফেলে বুঝি গিলে'!

তুমি বসন্তের ফুল, বসন্তের পিক,
তোমার সুবাসে গানে মুগ্ধ দশ দিক্।
তুমি দেবতার শ্বাস—মলয় নির্ম্মল;
তুমি শরতের জ্যোৎস্না—অমরী-অঞ্চল।
ছাড়্—ছাড়্, হুঁকা ছাড়্, কি বিষম টান—
এই বার লঙ্কাকাণ্ড করে হনুমান!

তুমি অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যের আশা,
চপল জীবনে তুমি অচল পিপাসা!
দম্পতীর নিত্য-নব প্রেম-অনুরাগ
তোমার সলীল স্পর্শে সতত সজাগ!
ধর—ধর, হতভাগা কিছু নাহি বুঝে,
সিঁড়ি হ'তে পড়ে বুঝি ঘাড়-মুখ গুঁজে'!

দেহ পারিজাতে গড়া, চক্ষে ধ্রুবতারা,
চরণে ললিত গতি—মন্দাকিনী-ধারা।
মুখে পূর্ণিমার শশী—কলঙ্ক-বিহীন ;
অধরে অরুণ-হাসি, ভাষে বাজে বীণ।
পরশে সোহাগ-রাগে রোমাঞ্চ শরীরে—
কি জ্বালা ! চাদ্দরখানা দাঁতে করে' ছিঁড়ে !

তোমারে ধরিতে কোলে, করিতে চুম্বন,
বাহু বাড়াইয়া আছে দিগঙ্গনাগণ !
অস্ত যায় রক্তরবি—তবু চায় ফিরে',
খেলিতে তোমার কম-কমল-শরীরে !
কত গন্ধ, কত গান দেয় বায়ু আনি'—
কুকুরের কাণ ধরে' এ কি টানাটানি !

ধরণীর সর্ব্ব শোভা করি' আহরণ
গড়েছে প্রকৃতি তব অপূর্ব্ব গঠন !
এ কুসুমে সুধা দিতে বিধি দয়াময়
নিঙ্গাড়িয়া দিয়াছেন স্বর্গ সমুদয় !
থাকিলে সহস্র প্রাণ দিতাম হেলায়—
ধর—ধর, ঝুঁকিতেছে ভাঙ্গা জানালায় !

আশীর্ব্বাদ করি, বৎস, যেন চিরদিন
এমনি সরল থাক, এমনি নবীন !
বিধাতার আশীর্ব্বাদ, পিতৃবাহু সম,
চিরদিন আগুলিয়া রাখে, প্রিয়তম !
পাপ-তাপ দূর করি' চির-পুণ্য-আলো—
আমি বলি হাত দুটো বেঁধে' রাখা ভালো !

ধনে হও যক্ষরাজ, দাতাকর্ণ দানে,
বলে হও ভীমার্জ্জুন, বেদব্যাস জ্ঞানে ;
স্বদেশ-সহায় হও, হও পুণ্যশ্লোক,
ধরণী তোমার নামে চির-ধন্য হোক্ !
ওগো, খাতাখানা গেছে, কালি দেছে ফেলে',
লিখিতে পারি না, তুমি নিয়ে নাহি গেলে।

পূজার পর

কোন মতে ভাঙ্গা ঢোল করি' আহরণ,
সন্ধ্যায়, আহার-অন্তে, বীরমদে মাতি',
দুলাল, লইয়া লাঠী, ফুলাইয়া ছাতি,
খুকীরে গর্জ্জিয়া বলে,—'আরে দুরাত্মন্ !'
ভীরু কন্যা বলে,—'দাদা, নাহি চাহি রণ—'
ভয়ে শুষ্ক-মুখে বসে ভূমে জানু পাতি' ;
তথাপি নিস্তার নাই, ভূমে মারি' লাথি,
বলে পুত্র,—'মোর হস্তে নিশ্চয় নিধন !'

না হেরিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী, মত্ত রণোন্মাদে,
দ্বারে শত্রু অনুমানি' করে মুষ্ট্যাঘাত—
আচম্বিতে করপদ্মে হেরি' রক্তপাত,
বীর-সহ সৈন্যগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে !
গৃহিণী দিলেন আসি' ঘা-কত অবাধে ;
ব্যথায় কোঁপায় বাছা শুয়ে সারা রাত।

মাণিক

পাঁচ বছরের আমি, হ্যাঁগা বড় মামা,
আর ক' বছর পরে বড় হ'ব আমি ?
বড় হ'লে দেখো তুমি, আমি ও মহিম
দু' জনে ঘোরাব সুধু সোনার লাটিম !

ইচ্ছে হয় পাঠশালে যাব, বা যাব না,
করিবে না 'শ্যামা' আর পিছনে তাড়না !
বই ছিঁড়ি, কালি ফেলি, হারাই পেন্সিল,
মারিবে না দাদা আর ঘাড় ধরে' কীল।

দেখো তুমি—বড় হ'লে সুধু খা'ব মুড়ি,
ওড়াব সকাল হ'তে ছাদে বসে' ঘুড়ি !
হাত ভাঙ্গি, পা ভাঙ্গি, ছাদ হ'তে পড়ি—
চেঁচাবে না বাবা আর অত রাগ করি' !

খাই আর না-ই খাই, বড় হ'লে মা—
জোর করে' ঘাড় ধরে' ভাত খাওয়াবে না!
কাদা মাখি, ঢেলা ছুড়ি, করি মারামারি—
লাগাবে না ভয়ে কেউ আমাদের বাড়ী।

বড় হ'লে দেখে নিও, পিসিমা কেমন
মেনিরে তাড়ায় রেগে' যখন-তখন!
বাবার সোনার সেই বড় চেন দিয়ে,
মেনিরে ঠাকুর-ঘরে রাখিব বাঁধিয়ে!

বোসেদের বানরটা ধরা যদি যায়—
লুকায়ে রাখিব, দেখো, বৈঠক-খানায়!
কাছারীতে গেলে বাবা, বেতে দমাদ্দম,
লাফাতে শেখাব তারে কতই রকম!

রোজ আমি যাত্রা দেব, হনুমান বেড়ে
লাফাবে, খিঁচোবে, যাবে ছেলেদের তেড়ে!
রোজ তুমি যাবে, নেবে যা ইচ্ছে, মামী!
তোমার ও কাকাতুটা, নিয়ে যাব আমি?

বঙ্গভূমি

প্রণমি তোমারে আমি, সাগর-উত্থিতে,
ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী, অয়ি জননী আমার !
তোমার শ্রীপদ-রজঃ এখনো লভিতে
প্রসারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার।

শত শৃঙ্গ-বাহু তুলি' হিমাদ্রি—শিয়রে
করিছেন আশীর্ব্বাদ—স্থির-নেত্রে চাহি'
শুভ্র মেঘ-জটাজাল দুলে বায়ুভরে,
স্নেহ-অশ্রু শতধারে ঝরে বক্ষঃ বাহি'।

জ্বলিছে কিরীট তব—নিদাঘ-তপন,
  ছুটিতেছে দিকে দিকে দীপ্ত রশ্মি-শিখা ;
জ্বলিয়া—জ্বলিয়া উঠে শুষ্ক কাশবন,
  নদীতট-বালুকায় সুবর্ণ-কণিকা !

গভীর সুন্দর-বনে তুমি শ্যামাঙ্গিনী
  বসি' স্নিগ্ধ বটমূলে—নেত্র নিদ্রাকুল !
শিরে ধরে ফণাচ্ছত্র কাল-ভুজঙ্গিনী,
  অবলেহে পা দু'খানি আগ্রহে শার্দ্দূল।

নব-বরষার চূর্ণ-জলদ-কুন্তল
  উড়িয়ে—ছড়িয়ে পড়ে শ্রীমুখ আবরি' !
চাতকী ডাকিছে দূরে, শিখিনী চঞ্চল,
  মেঘমন্দ্রে কৃষকের চিত্ত যায় ভরি'।

বিস্তীর্ণ পদ্মার তুমি ভগ্ন উপকূলে
  বসে' আছ মেঘস্তূপে অসিত-বরণা !
নক্রকুল নত-তুণ্ড পড়ি' পদমূলে,
  তুলি' শুণ্ড করিযূথ করিছে বন্দনা।

সরে মেঘ, ফুটে ধীরে বদন-চন্দ্রমা !
বিভোর চকোর উড়ে নয়ন-সোহাগে ;
লুটে ভূমে শ্রীঅঙ্গের শ্যামল সুষমা,
চরণ-অলক্তরাগ তড়াগে তড়াগে।

মূর্ত্তিমতী হ'য়ে, সতী, এস ঘরে ঘরে,
রাখ' ক্ষুদ্র কপর্দ্দকে রাঙ্গা পা দু'খানি !
ধান্য-শীর্ষ স্বর্ণ-ঝাঁপি লও রাঙ্গা করে—
ভুলে' যাই—সর্ব্ব দৈন্য, সর্ব্ব দুঃখ গ্লানি !

ছুটি নবোৎসাহে মাঠে ল'য়ে গাভীদলে,
হিমসিক্ত তৃণভূমি, শুষ্ক পদ্মদল ;
হরিদ্র ধান্যের ক্ষেত্রে, পীত রৌদ্রতলে
বিছায়ে দিয়েছ তব সুবর্ণ-অঞ্চল !

কুজ্ঝটি-সায়াহ্নে হেরি—মৃগযূথ সাথে
ছুটিছ নির্ঝর-তীরে চকিতা চঞ্চলা !
মদির মধূক-বনে ম্লান জ্যোৎস্না-রাতে
ল'য়ে তুমি ঋক্ষশিশু ক্রীড়ায় বিহ্বলা !

নিস্তব্ধ-জয়ন্তী-চূড়ে সান্দ্র অন্ধকার,
কণ্টকী লতায় গেছে গিরিভূমি ভরি' ;
গহ্বরে গহ্বরে বন্য-বরাহ-ঘূৎকার,
বহিছে উত্তর-বায়ু শিহরি' শিহরি'।

হেরি,—তুমি সাশ্রুনেত্রে, অবনত-শিরে
পরিত্যক্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমিছ দুঃখিনী !
ভগ্নস্তূপে, শিলাখণ্ডে, বিনষ্ট মন্দিরে
খুঁজিছ পুত্রের কীর্ত্তি—অতীত কাহিনী !

অশোকে কিংশুকে গেছে ছাইয়া প্রান্তর,
পিককণ্ঠ-কলতান উঠে দিকে দিকে ;
চূত-মুকুলের গন্ধে মরুত মন্থর,
এস হৃৎ-পদ্মাসনে, সর্ব্বার্থ-সাধিকে !

এস—চণ্ডীদাস-গীতি, শ্রীচৈতন্য-প্রীতি,
রঘুনাথ-জ্ঞানদীপ্তি, জয়দেব-ধ্বনি !
প্রতাপ-কেদার-বাঞ্ছা, গণেশ-সুকৃতি,
মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বঙ্কিম-জননী !

কিসের অভাব

মা, তোর কিসের অভাব বল্ ?
কেন ঝরিছে নয়নে জল ?
কেহ দেছে কাব্য, কেহ গীতিগান,
কেহ দেছে শক্তি—বিশ্বব্যাপী মান,
কেহ দেছে দেহ, কেহ দেছে প্রাণ,
কেহ নেত্র-নীলোৎপল।

কেহ দেছে বেদ, কেহ দেছে মন্ত্র,
কেহ চক্রভেদ, কেহ দেছে তন্ত্র,
কেহ দেছে মূর্ত্তি, কেহ দেছে যন্ত্র,
কেহ রত্ন সমুজ্জ্বল।

কেহ দেছে মঠ, কেহ দেছে স্তূপ,
কেহ দেছে সরঃ, কেহ দেছে কূপ,
কেহ দেছে ধ্যান, কেহ দেছে যূপ,
কেহ দেছে হোমানল।

কেহ দেছে বর্ত্ম, কেহ দেছে সেতু,
কেহ দেবালয়, কেহ চূড়ে কেতু,
কেহ দেছে তর্ক, কেহ দেছে হেতু,
কেহ পথে তরুদল।
কেহ দেছে হল, কেহ ধনুর্ব্বাণ,
কেহ রণপোত, কেহ বা কামান,
কেহ বা ভেষজ, কেহ বা বিধান,
কেহ গ্রহ-ফলাফল।
উঠ মা—উঠ মা, ফিরা' আঁখি দুটী!
কত স্বর্গ তোর রাঙ্গা পায়ে ফুটি'!
আমরা হেরি না আমাদের ত্রুটী—
লুঠি পর-পদতল।

রবীন্দ্রনাথ

[১২৯৭]

দূরে—মেঘ-শিরে-শিরে পূরব আকাশে
ফুটে স্বর্ণরেখা সম প্রভাত-কিরণ।
তরুলতা নতমাথা—ডাকে পুষ্পবাসে,
বিহঙ্গম কলকণ্ঠে করে আবাহন।
শিথিল পাণ্ডুর শশী মেঘখণ্ড পাশে,
পলাইছে নিশীথিনী ধূসর-বরণ।
ঝরণা ঝরিছে দূরে, বায়ু মৃদু শ্বাসে,
পাটল তটিনী-বক্ষে আলোক-কম্পন।

ফুটিছে হিমাদ্রি-শৃঙ্গে হিরণ্য-কুসুম!
মেখলায় উঠে স্তোত্র উদাত্ত গম্ভীর!
তীরে তীরে জাহ্নবীর পল্লব-কুটীর—
অঙ্গনে দোহন-গন্ধ, চূড়ে যজ্ঞ-ধূম!
অর্দ্ধ-নিদ্রা-জাগরণে ধরা স্বর্গচ্ছবি—
জীবনে স্বপন-ভ্রম, ফুটে রবি—কবি!

পঞ্চদশ বর্ষ গত

পঞ্চদশ বর্ষ গত।

কে জানে এমন বিধির লিখন—দাসত্বে হইব রত!
এত খচমচ এ জমা-খরচ, হিসাব-নিকাশ দায়;
ব্যাজে, খতীয়ানে, কণ্ঠাগত প্রাণে—জীবন যাপিব হায়!

পঞ্চদশ বর্ষ গত।

কি হ'ল পড়িয়া মাথে হাত দিয়া কাব্য উপন্যাস শত?
কিবা আজি হয় তদ্ধিত প্রত্যয়, কিসে লাগে সে সমাস?
ফরাসী-বিপ্লব লণ্ড-ভণ্ড-সব, রোম-গ্রীস ইতিহাস!

পঞ্চদশ বর্ষ গত।

আজি মনে হয় সেই বিদ্যালয়, প্রিয় সহপাঠী যত;
সেই ব্যাট্ বল, ঝাউবৃক্ষতল, কত কথা কাণে কাণে,
সেই হাসি-খুসি, সেই ঘুসা-ঘুসি, তুচ্ছ দুঃখে অভিমানে।

পঞ্চদশ বর্ষ গত।

ভূস্বামী নবীন আজি গৃহ-হীন, ফিরিছে কাঙ্গাল মত ;
দীর্ঘ মামলায় সর্ব্বস্বান্ত হায়, পথে ঘাটে থাকে পড়ি',
আহার অভাবে ছেলেগুলা যাবে দু' চারি দিবসে মরি'।

পঞ্চদশ বর্ষ গত।

সে রুগ্ন গোপাল দেখিছে খেয়াল, ভারত-উদ্ধার-ব্রত !
পেটের ব্যাথায় এখনো লুটায়, 'অম্বল' বেড়েছে বেশী ;
বকেছে, লিখেছে, চাঁদাও দিয়েছে, হবে ভলণ্টিয়ার দেশী !

পঞ্চদশ বর্ষ গত।

বুদ্ধিমান্ ননা কয়লার খনি কিনিয়া সর্ব্বস্ব-হৃত।
নির্ব্বোধ পরাণ, আজি বুদ্ধিমান, ছিল তার অংশীদার,
বাগিচা কিনিছে, জুড়ি হাঁকাইছে ; ননা ট্রাম-কণ্ডাক্টার।

পঞ্চদশ বর্ষ গত।

আজি ভোঁদা হর—রতি-মনোহর, খাঁদা নাক সমুন্নত !
মৃতা শ্বশ্রূ তার—তারি অধিকার আজি জমিদারীখানি।
অদৃষ্টের ফের—শ্যাম পণ্ডিতের বিফল ভবিষ্য-বাণী !

পঞ্চদশ বর্ষ গত।

সে শান্ত নিখিল হয়েছে উকীল, মেরুদণ্ড অবনত;

ট্রামে দেখা হয়, বড়ই সদয়, কথা কয় কাছে আসি';

দিন দিন দিন, শামলা মলিন, নাই সে প্রফুল্ল হাসি।

পঞ্চদশ বর্ষ গত।

বিলাতে যাইয়া হাকিমী লইয়া ফিরিয়াছে মন্মথ!

যদি দেখা হয় কথা নাহি কয়, চশমায় ঢাকে চোখ,

চুরুট্ টানিয়া, তুড়ি শিশ্ দিয়া, রঙ্গে ঢঙ্গে কত রোখ!

পঞ্চদশ বর্ষ গত।

সেই ঘনশ্যাম, কিনিয়াছে নাম, জমীজমা কিছু মত।

দরশনী লয়, তবে কথা কয়, তা' পরে তামাকু ডাকে,

প্রেস্ক্রিপ্সন-পানে চেয়ে হুঁকা টানে—যতক্ষণ কিছু থাকে!

পঞ্চদশ বর্ষ গত।

মৃত জগদীশ, গা-ঢাকা সতীশ, শিরীষ সীমান্তে হত;

ডেপুটী সুরেশ, মাষ্টার নরেশ, পরেশ পোড়ায় গাঁজা,

কংগ্রেসে হরি, পাশায় ঈশ্বরী, প্যারী থিয়েটারে রাজা।

পঞ্চদশ বর্ষ গত।
ক্ষিপ্ত বনমালী, বিপত্নীক কালী লয়েছে সন্ন্যাস-ব্রত ;
বিধু পদ্য লেখে, নিধু গান শেখে, সিধু পত্র-সম্পাদক ;
যদু জুয়া খেলে' অধমর্ণ-জেলে, মধু ধর্ম্ম-প্রচারক।

পঞ্চদশ বর্ষ গত।
শনিবারে দেশে, সোমবারে এসে মসীযুদ্ধ অবিরত !
'মেসে' থাকি খাই—দালে নুন নাই, ঝোলে মাছ যায় ভেসে,
কাপড় হারায়, তামাকু ফুরায়, খরচ মেলে না শেষে।

পঞ্চদশ বর্ষ গত।
বরষে বরষে গৃহিণী হরষে প্রসবিছে কন্যা যত !
তবু নহে ভীত ! সর্ব্বস্ব বিক্রীত, ঋণে অন্ধকার হেরি—
বেয়ানের রাগে প্রাণে ধর্ম্ম জাগে, কমণ্ডলু ল'তে দেরি !

ভাবিতেছি অবিরত,—
কোন্ তপস্যায় লভি পুনরায়, যে বাল্য বিফলে গত !
দিও বেত্রাঘাত, পড়া শত পাত, সমস্ত জ্যামিতিখান ;
বিনা নেত্রজলে দাঁড়াইব 'হলে', ধরি' নিজ দুই কাণ।

জন্ম ও মৃত্যু

ওই সদ্যোজাত শিশু—বৃন্তচ্যুত ফুল,
শুইল ধরণী-অঙ্কে হ'য়ে নিদ্রাকুল ;
বারেক মেলিল আঁখি, ফেলিল নিঃশ্বাস—
কত জন্ম-পরিচয় মুহূর্ত্তে প্রকাশ !

মরণ শিয়রে বসি' গায়ি' মৃদু গান,
আদরে যতনে দিল ঢাকি' দু' নয়ান !
শোকে দুঃখে ভূমে পড়ি' মূর্চ্ছিতা জননী—
শুনিছে কি ধরাপ্রান্তে নূপুরের ধ্বনি !

হে মায়াবী, দাঁড়াইয়া বৈতরণী-কূলে,
কি ভাবিছ মনে মনে আঁখি দুটী তুলে' ?
আলু-থালু মতিচ্ছন্না ছুটে ঊর্দ্ধশ্বাসে—
কাতর আহ্বান তোর শুণে কি বাতাসে ?

শিশু-হারা

১

হা বিধি,

কেন রে করিলি তারে চুরি !

অভাব কি হয়েছিল স্বরগে মাধুরী ?

ভরিতে কাহার বুক

হরিলি আমার সুখ !

তার সেই হাসি-মুখ চাঁদে নাহি দিলে—

যেত কি রে সব আলো নিবিয়া অখিলে ?

বুকখানা ভেঙ্গে'-চূরে'
কার বুকে দিলি জুড়ে'—
আমার সে বুকে বাঁধা বাহু দুটী তার ?
ছিঁড়েছিল কোন্ শাখা কল্প-লতিকার !

আমারে করিয়া অন্ধ,
কারে দিলি সে আনন্দ ?
কোন্ স্বর্ণ-হরিণীর অন্ধ শিশু ছিল—
সেই দুটী টানা চোখে মায়েরে হেরিল !

কোন্ নন্দনের পাশে,
অলস জ্যোৎস্নার হাসে,
কোন্ মন্দাকিনী-স্রোত থেমেছিল ভুলে'
চলি-চলি চলা তার দিলি কূলে কূলে !

কোন্ অপ্সরীর বীণা
হতেছিল স্বরহীনা ?
দিয়ে তার আধ কথা—নবীন ঝঙ্কার,
বিষণ্ণ দেবতাকুলে ভুলালি আবার !

২

বাছা রে,

আজি স্বর্গ-রঙ্গভূমে

কত দেবী তোরে চুমে—

সে আনন্দ-কোলাহলে খুঁজিস্ কি মোরে ?

পেয়েছে কি হেন কেহ,

জানে জননীর স্নেহ !

তেমনি কি ভয়ে—ভূমে নামায় না তোরে ?

শত কোলে ফিরে' ফিরে'

কার কোলে ঘুমালি রে—

আপন করিলি কারে মায়ে করে' পর !

জীবন-শ্মশান-কূলে

বসে' আছি বড় ভুলে'—

মরণে কাতরে ডাকি জুড়ি' দুই কর—

আজ তুই কোথা, বাছা. কত দূরান্তর !

বিপত্নীক

বিশাল সংসার সেই পড়ে' আছে, হায় !
সেই দিন যায় ব'য়ে
আলোক-আঁধার ল'য়ে ;
একা আছি শূন্যে চেয়ে—এ শূন্য ধরায় !
সে-ই নাই, হায় !

নাই সে উষার হাসি—
প্রভাত-আনন্দরাশি !
নাই সে সন্ধ্যার তারা—বিশ্রাম-আশ্রয় !
নাই সে জীবন-মায়া—
মধ্যাহ্ন-বকুল-ছায়া !
কোলে সে সেতার নাই, দেহে সে হৃদয় !

বহিতেছে সেই বায়—
চমকিয়া পায় পায়
ফুলের সুবাস মত কেহ নাহি আসে !
ফুটিতেছে সেই শশী—
জ্যোৎস্না মত খসি' খসি'
গায়ে পড়ে'—বুকে পড়ে' কেহ নাহি হাসে !

সেই উপবন-গায়
সে তটিনী বহে' যায়,
সে প্রমোদ-তরী আর ভেসে না বেড়ায় !
লতা-ফাঁকে, তরু-কোলে
সে জ্যোৎস্না নাহি দোলে !
পথে পড়ে' ফুলরাশি—কে দলিয়া যায় !

সে শয়ন-গৃহ এই,
গৃহে সে আলোক নেই,
আলোকে সে খেলা নেই, খেলায় সে টান !
পালঙ্কের আশে-পাশে
সে হাসি আর না ভাসে—
যবনিকা-অন্তরালে সে মুগ্ধ নয়ান !

কতদিন গেছে চ'লে'—
নাহি আর গৃহতলে
লুণ্ঠিত-অঞ্চল চিহ্ন, চরণের রাগ।
নাহি আর এ শয্যায়
সে রূপ-আভাস, হায়,
সে পবিত্র দেহ-গন্ধ—সে স্বপ্ন সজাগ!

সে বৈকুণ্ঠধাম মম
আজি রে শ্মশান সম—
হানা ঘরে বায়ু যেন ঘুরি হাহা করে'!
কোণে কোণে জমে ধূলা,
হেথা-হোথা বইগুলা,
ছেঁড়া ছবি, ভাঙ্গা বীণা অযতনে পড়ে'।

তার সে মুখর শুক
পাখায় ঢেকেছে মুখ,
আদর না পায় কারো—আদর না চায়।
সাধের শিখীটী তার
নাচে না নিকুঞ্জে আর,
সাধের হরিণী তার মরেছে কোথায়!

তার সে আদুরে মেয়ে
দ্বারে বসে' পথ চেয়ে—
ঠোঁটে আর হাসি নাই, মুখে নাই রব।
কোলে তুলে' নিতে গেলে,
অমনি কাঁদিয়া ফেলে—
ঘরে যেন কেহ নাই, পথে যেন সব!

দাস দাসী পরিজন
সকলেই ভাঙ্গা মন,
ফিরিয়া—পলাতে পেলে প্রাণ যেন পায়।
আঁধারে দুঃস্বপ্ন সম
কি দীর্ঘ জীবন মম—
কারে কি সান্ত্বনা দিব, কে দিবে আমায়!

বুঝেছি কপাল মোর,
তবু ঘুচে নাই ঘোর—
ভাবিতে—ভাবিতে কভু সব ভুলে' যাই।
রজনী গভীরা হেন,
তবু সে আসে না কেন—
সহসা চমক ভাঙ্গে, তবু দ্বারে চাই!

আবার মুদিয়া আঁখি
কত কি ভাবিতে থাকি—
মৃতেরা এ ধরাতল দেখিতে কি আসে ?
কোথা হ'তে সে যদি রে
সহসা আসিয়া ফিরে—
আঁখি-যুগ ঢাকে করে, বসে হেসে' পাশে !

বলে বসে' গতকথা,
বাঁধে গলে বাহুলতা,
বলে চুম্বি'—দেহ-অন্তে হইবে মিলন !
বলিবে কি এখনো রে
ভুলিতে পারে নি মোরে—
মরণেও আছে তার জীবন-বন্ধন !

কেবা দেয় সে বিশ্বাস—
মৃত্যু পরে স্বর্গবাস,
এ সংসার কর্ম্মভূমি—স্বর্গের সোপান !
পাপ হ'তে কেবা রাখে ?
পুণ্য-পথে কেবা ডাকে ?
কোথা এ দুঃখের শেষ—কোথা ভগবান্ !

মাতৃহীন

জীবনের পঞ্চমাঙ্কে, হে নট নবীন,
কি নূতন অভিনয় দেখাইবে আর !
ঘনায়ে আসিছে সন্ধ্যা, অদৃষ্ট কঠিন,
টানিছেন কর্ম্মসূত্র—প্রকৃতি তাঁহার !
নড়ে নীল যবনিকা, আকাশ মলিন,
ধূসর ধরণী-পানে চাহি বার বার !
প্রণয় বন্ধুত্ব স্নেহ—আস্বাদ-বিহীন,
সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য—শূন্য—শূন্যাকার

কেন এ কাতর দৃষ্টি—মায়ার বন্ধন ?
মুমূর্ষু জীবনে তীব্র মদিরা-তাড়না !
কেন এ অস্ফুট ভাষা—করুণ ক্রন্দন ?
বিয়োগান্ত নাটকের অব্যক্ত বেদনা !
কে এ সরল হাসি, সহাস চুম্বন ?
আবার জাগ্রত-স্বপ্ন—ভবিষ্য কল্পনা !

মাতৃহীনা

ধূলায় বসে' কাঁদিস কেন, আয় রে বাছা, বুকে আয়—
যেমন ধীরে চাঁদের হাসি পড়ে ভাঙ্গা প্রাসাদ-গায় !
আয় করুণা, নয়ন মুছে', বুকে আমার ছুটে' আয়—
সাঁঝে যেমন দখিণ-বায়ু গহন বনে লুটে' যায় !
সারাটা দিন আছি বসে' মরুর মতন প্রতীক্ষায়—
দু'কূল-ভরা নদীর মতন উছ্‌লে উছ্‌লে আয় রে আয় ।

দুলে' দুলে', বাহু তুলে', আয় রে কোলে, মা আমার !
উথ্‌লে' হৃদয় আছ্‌ড়ে' পড়ুক, ফেলুক ভেঙ্গে' বুকের হাড়
পাত্‌লা ঠোঁটে ঠোঁটে-টেপা হাসিটী তোর উঠুক ফুটে'—
মেঘের কোলে, সাগর-জলে উষার কিরণ পড়ুক লুটে' !
নিয়ে নূতন দেশের কথা, নূতন রঙ্গে, নূতন নাটে—
আয় রে ক্ষুদ্র সোণার তরী, আমার ভাঙ্গা বিজন ঘাটে !

কোথা হ'তে সোনার লতা, লতিয়ে লতিয়ে আসিস বুকে—
রাশি রাশি ফুলের হাসি, ফুলের গন্ধ মাখিয়ে মুখে!
কচি কচি কোঁকড়ান চুল চোখে মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে;
পাহাড়-পাশে ঝরণা যেন, আছিস বিভোর আপন স্বরে!
দূর আকাশের স্বপন কত চোখের ভিতর ঘুমিয়ে আছে—
চাইলে ভয়ে চম্‌কে পলায় শুকতারাটী মেঘের কাছে!

বুকে দলি, কোলে তুলি, তবু তিয়াষ নাহি পূরে—
কোথায় রাখি—কোথায় রাখি, বাঁশী যেন বাজ্‌ছে দূরে!
পরাণ-পাখী ছড়িয়ে পাখা কোথায় উড়ে' যেতে চায়—
কোন্ স্বরগের শ্যামল রেখা, দূরে ঈষৎ দেখা যায়!
ঘুমায় নিথর চাঁদের আলো শিবালয়ের স্বর্ণচূড়ে;
ঘুমের ঘোরে ডাকে কোকিল—কুঞ্জে কুঞ্জে করুণ সুরে।

এসেছিস কি সন্ধ্যাসতী, মরুভূমে রোদের পরে—
আশার আভাস, স্মৃতির উছাস, প্রেমের সুবাস বুকে করে'!
শীতের পরে ভাঙ্গা ঘরে এসেছিস কি মধু-রাণী—
কচি দুটী বাহু-লতায় ছাইতে ভাঙ্গা চালাখানি!
এসেছিস কি শুকো দেশে নূতন ভাঙ্গা-মেঘের রাশি!
তুই কি আমার উঠিস ফুটে' বাদ্‌লা-মেঘে উষার হাসি!

সেই হাসিটী, সেই দিঠিটী, একটু যেন মধুর বেশি !
একটু বেশি আকুল-ব্যাকুল, একটু অধিক মেশামেশি !
তেম্‌নি অধর একটুকুতেই মানের ভরে কতই রাঙ্গা—
অশ্রুভরা নয়ন দুটী, শ্বাসে বচন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা !
আয় রে গত-সুখের স্বপন, সাঁঝের মেঘে সোনার হাসি—
জীবন-ভরা নবীন হৃদয়, কানন-ভরা কুসুমরাশি !

মায়ের আমার কতই আশা ফুট্‌ত নিত্য আমায় হেরে'—
সকল দুঃখে আড়াল দিয়ে, জীবনখানি ছিলেন ঘেরে' !
হাতটী স্নেহে দিতেন মাথায়, কতই স্বস্তি অধীর শ্বাসে,
সদাই যেন হারান-হারান, কি হয়—কি হয় ব্যাকুল ত্রাসে !
আমায় রেখে' যাবেন কিসে, ভেবে' হ'তেন পাগল পারা ;
ঠাকুর-ঘরে পড়ে' পড়ে', কেঁদে' কেঁদেই হ'তেন সারা !

ছিল আমার দুখের ঘরে—সুখের চির-মধুর হাসি,
সরল লজ্জা, কোমল ব্যঙ্গ, গভীর ভালবাসা-বাসি !
নিত্য নূতন কতই যতন, কতই সোহাগ, সাধা-সাধি !
হাসির ঢেউয়ে দুল্‌ছে হৃদয়, বাইরে তবু কাঁদাকাঁদি !
সব কথাটা বল্‌তে গিয়ে আধেক কথায় থেমে যাওয়া ;
হারিয়ে দিয়ে কেঁদে' আকুল, হেরে' গিয়ে হেসে' চাওয়া !

তোমার মতন কেউ রে বাছা, ঢেউয়ের মতন আসে নাই—
কূল-কিনারা ভাসিয়ে দিয়ে কেউ রে এমন হাসে নাই !
আলো-মাখা বৃষ্টির মতন কেউ রে এমন কাঁদে নাই !
মালার মতন শতেক পাকে কেউ রে এমন বাঁধে নাই !
জ্যোৎস্নার মতন ভাঙ্গন ঢেকে' কেউ রে বুকে দোলে নাই !
ঊষার মতন নয়ন মেলে' স্বপন-জগৎ খোলে নাই !

কন্যার বিবাহে

ছিলি আমাদের মেয়ে, আমাদের মুখ চেয়ে,
একান্ত আপন ;
আমাদের কোলে কাঁখে, আমাদের বাহু-পাকে
জড়ায়ে জীবন।
দেছি পূর্ণ দশ বর্ষ স্নেহ, যত্ন, সুখ, হর্ষ,
আদর, সোহাগ ;
আমাদের যাহা শুভ, যাহা সত্য, যাহা ধ্রুব,
যাহা পুণ্যভাগ।

এ আনন্দ-মহোৎসবে—মধুর বাঁশরী-রবে
বিষণ্ণ হৃদয়।
এত হাসি, ফুলরাশি—তবু আঁখিজলে ভাসি,
কত মনে হয়!
মনে হয়,—সংসারের শত সুখ-দুঃখ ফের—
তরঙ্গ ভীষণ;
কত কষ্ট, কত ব্যথা, কত ছলা, কুটিলতা,
কতই পীড়ন!

বৃথা মনে মনে ডরি, রাখিতে পারি না ধরি'—
উঠে হুলুধ্বনি।
হৃদি-অন্তঃপুর হ'তে সহস্র নয়ন-পথে
দাঁড়াও, বাছনি!
জগতের আলোরাশি পড়ুক মুখেতে আসি'!
দয়া মায়া ভুলি'—
কঠোর জগৎ-মাঝ, কঠোর কর্ত্তব্য-কাজ
দিনু হাতে তুলি'!

এ পূত মঙ্গল বেশে   দ্বারেক অঙ্গনে এসে
দাঁড়াও, দম্পতি !
হের—সুপ্ত নীলাকাশে,   ম্লান চন্দ্রমার পাশে
শুদ্ধ শান্ত সতী—
কি স্নেহ-আকুল প্রাণে   চাহে তোমাদের পানে
সজল নয়নে !
অধরে কম্পিত হাস,   অশ্রুত আশিস্-ভাষ !
প্রণম' দু' জনে !

বাঁধিতে নূতন ঘর   যাও, বাছা, অতঃপর !
বাঁধ' বুকে বল।
লও সুখ, লও সাধ,   লও পিতৃ-আশীর্ব্বাদ
ভরিয়া আঁচল।
লও নিত্য নব আশা,   জগজ্জনে ভালবাসা
পূরিয়া হৃদয় !
লও তৃপ্তি, লও শান্তি !   রেখে' যাও ভুল, ভ্রান্তি,
দুঃখ সমুদয়।

সংসারে

কোথা হে জগৎ-পিতা! ডাকি হে কাতরে—
দলিত মথিত আমি সংসার-সমরে!
নিত্য এই পরাজয়—দীনতার মাঝে.
বল, তব শুভ ইচ্ছা সতত বিরাজে!
এ জীবন কাল-রাত্রি—বল বল, নাথ,
অদূরে রয়েছে চির-বসন্ত-প্রভাত!
এ ভীষণ ভূমিকম্প—ধরা বিদারিয়া,
বল, কত স্বর্ণখনি দিবে দেখাইয়া!
প্রলয়-সাগরোচ্ছ্বাসে বৃথা ভয় গণি,
বল, দিবে কূলে আনি' কত মুক্তামণি!

বালবিধবা

হারায়েছে পতি নবম বরষে,
বিবাহের প্রায় দু' মাস পরে।
লোকে বলে তার কি পোড়া কপাল,
এমন স্বামী কি অকালে মরে!

বিবাহের কিছু মনে নাহি পড়ে,
সুধু মনে পড়ে দূরে বাজিছে বাঁশী—
উঠানে উঠিছে কল কল রব,
ছুটাছুটি করে সকলে হাসি'।

কখন অলস মনেতে ভাবিতে ভাবিতে
স্বপনের মত চমকে প্রাণে—
চেয়ে আছে যেন দুটী টানা চোখ,
অতি শ্রান্ত হ'য়ে চোখের পানে!

কখন ঘুমাতে ঘুমাতে উঠে চমকিয়া,
কে যেন হাতটী ধরিল আসি'—
চারি দিকে চায়,—কেহ কোথা নাই,
বিছানায় কাঁপে চাঁদের হাসি।

কখন ভোরেতে সহসা উঠে শিহরিয়া,
কে যেন ঈষৎ চুমিল তায়—
চারি দিকে চায়,—কেহ কোথা নাই,
বহে পরিমল-শীতল বায়।

কেমন সারাটা সকাল উদাস হৃদয়,
সব কাজে যেন করিছে ভুল—
গাছের তলায় কি ভেবে' দাঁড়ায়,
তুলিতে আসিয়া পূজার ফুল!

কেমন সারাটা দুপুর কাটিয়া কাটে না,
বসিয়া বসিয়া নদীর তীরে—
উড়ে' যায় চিল, ভেসে' যায় মেঘ,
ডিঙ্গি বেয়ে গেয়ে জেলেরা ফিরে।

কেমন সাঁঝের সময় চোখে আসে জল,
কোলে পড়ে' মালা—কি ভেবে সারা!
বার বার চায় আকাশের পানে,
উঠিয়াছে কি না সাঁঝের তারা।

বসন্তে কেমন ভেঙ্গে' পড়ে বুক,
আলোকে জগৎ গিয়াছে পূরে'!
সবাই বলিছে আসিছে—আসিছে,
কোথা তুমি, নাথ, জগৎ দূরে!

বরষায় হৃদি অতি গুরুভার,
মেঘে মেঘে গেছে আকাশ ভরি'—
এস গো স্বামিন্—এস গো বাহিয়া
মরণ-সাগরে সোনার তরী!

এস তুমি, নাথ, জন্মান্তর-ছায়া,
বারেক দেখিব নয়ন ভরি'!
বারেক কাঁদিব চরণে পড়িয়া—
যে দুটী চরণ স্বপনে গড়ি।

হেমচন্দ্র

[১৩১০]

হে কবি, হে পূজ্য কবি, চির-দুঃখিনীর
ভক্তিমান্ কীর্ত্তিমান্ কৃতজ্ঞ সন্তান !
অন্ধ নেত্র—আজীবন ঢালি' নেত্রনীর—
ক্রীতদাসী জননীর হেরি' অসম্মান !
অক্ষরে অক্ষরে তব হৃদয়-রুধির
কি গৌরবে মহাযজ্ঞে করিছে আহ্বান !
নিরাশা নির্ভীক আজ—বিশ্বাস গভীর,
অন্ধ বর্ত্তমান হেরে ভবিষ্য মহান্ !

হে দরিদ্র, একদিন ক্ষোভে শোকে দুখে
আলোড়িলে জীবনের উদ্দেশ্য অতল !
হে জয়ন্ত, তব যশোমুকুট-ময়ুখে
জটিল কর্ত্তব্য আজ সরল উজ্জ্বল !
স্বর্ণ-সিংহাসনে নৃপ দু' দিন জীবনে—
চির-প্রতিষ্ঠিত তুমি বঙ্গ-হৃদাসনে !

ঈশানচন্দ্র

মথিয়া কবিত্ব-সিন্ধু বঙ্গ-কবিগণ
লইল বাঁটিয়া সুধা, অমরা-বিভব।
রঙ্গলাল নিল শশী—নির্ম্মল কিরণ,
নিল ঐরাবতে মধু—দ্বিতীয় বাসব ;
হেম নিল উচ্চৈঃশ্রবা—গতি অতুলন,
নবীন ধরিল বক্ষে কৌস্তুভ দুর্লভ ;
বিহারী—করুণা-লক্ষ্মী—করুণ-লোচন,
রবি নিল পারিজাত—ত্রিদিব-সৌরভ

তুমি মন্থনের শেষে আসিলে, যোগেশ,
উঠিল তোমার ভাগ্যে ভীষণ গরল !
কালকূট-কটুগন্ধে সৃষ্টি হয় শেষ,
সুর নর যক্ষ রক্ষঃ আতঙ্কে বিহ্বল !
প্রজাপতি যুক্তকর—রক্ষ' বিশ্ব-প্রাণ,
মূর্ত্তিমান্ প্রেম-মন্ত্র—সাক্ষাৎ ঈশান !

নিত্যকৃষ্ণ বসু

[১৩০৭]

হে নিত্য, অনিত্য সব—সকলি দু' দিন !
সেই প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-করুণ অন্তর,
দারিদ্র্যের মৃদু গর্ব্বে চরিত্র সুন্দর,
স্বভাবে সরল অতি, কর্ত্তব্যে প্রবীণ।
ধীর ভাষা, স্থির আশা, জ্ঞান সর্ব্বাঙ্গীন,
সংসারের সুখে দুঃখে সদা অকাতর ;
জীবন-পাবন-যজ্ঞে মগ্ন নিরন্তর—
হৃদয়ে অজেয় বীর, বিশ্বে উদাসীন।

হে সুহৃদ্, গেলে কোন্ মানসের তীরে
নবীন প্রভাতে ল'য়ে নব জাগরণ !
রঞ্জিত দু'খানি পাখা পরাগে শিশিরে,
নয়নে জড়িত স্বপ্ন, মুখে গুঞ্জরণ !
বাণীর চরণ-পদ্ম ঘিরে' ঘিরে' ঘিরে'
করিতে জীবন-গীতি পূর্ণ সমাপন !

হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

[১৩০৫]

কোথায় সে দেশ—তুমি যেতেছ যেথায় ?
জীবনের পরপারে—রবি-শশী দূরে !
প্রেম প্রীতি স্মৃতি ধ্যান যায় কি সেথায় ?
বাজে কি হৃদয় আর জগতের সুরে ?
হাসিয়া কাঁদিয়া মোরা দু' দিন হেথায়—
আবার কি মিলি সবে সে অমর-পুরে ?
এমনি কি শোকে দুঃখে স্নেহে মমতায়
প্রিয়জনে ধরি' বুকে সুখ-অশ্রু ঝুরে ?

যাও—তবে যাও, সখা, তুমি নিজ ঘরে !
কত বসন্তের গান, শরতের মেঘ,
কত-না বিফল স্বপ্ন-কল্পনা-উদ্বেগ
ছুটিছে তোমার পিছে কাঁদিয়া কাতরে !
গেছে—যাবে কত মাতা, কত শিশু, নারী-
দু' দিনের আগুপিছু,—মিছে নেত্রবারি !

সন্ধ্যায়

স্নেহময়ী মাতা ওই দিবা-অবসানে,
চঞ্চল বালকে তাঁর, দুটী হাতে ধরি',
কত ছলে, কত বলে, কত স্নেহে, মরি,
পথ হ'তে ল'য়ে যান নিজ গৃহ পানে!
যায় শিশু—চায় পিছে কাতর নয়ানে—
কত সাধ, কত আশা, কত ধূলা পড়ি'!
বাধে পদ, উঠে দুঃখে কাঁদিয়া গুমরি',—
'মা গো, আর কিছুক্ষণ খেলি এইখানে!'

হা প্রকৃতি—জননী গো! জীবন-সন্ধ্যায়
ওই মূঢ় শিশু সম, না বুঝে' তোমার
স্নেহ-আকর্ষণে—ভাবি মরণ-তাড়না!
পলাইতে তোমা হ'তে পড়িয়া ধূলায়
আঁকড়িয়া ধরি বুকে ধূলার সংসার—
রোগ, শোক, হাহাকার, অভাব, লাঞ্ছনা

শ্মশান-প্রান্তে

কত দেহ হইয়াছে ভস্ম এ শ্মশানে—
কে জানে !
যেতে এই পথ দিয়া—আকুলিয়া উঠে হিয়া,
বার বার ফিরে' চাই দূর গ্রাম পানে !

জ্বালিতেছে চিতানল, কাঁদিছে বাতাস ;
তটিনী আকুল স্বরে তটে এসে শুয়ে পড়ে ;
ম্লান শশী, ছিন্ন মেঘে স্তম্ভিত আকাশ।

কত গৃহ, কত মুখ মনে যেন পড়ে !
আর নাহি চলে পদ—স্নেহে-প্রেমে গদ-গদ,
কত-না অজানা স্বর ডাকিছে কাতরে !

এ কি জীবনের ব্যাখ্যা—মরণের পথে !
দেখি নি—ভাবি নি কভু, এত ভালাবাসা তবু
জীবনে মরণে আছে জড়ায়ে জগতে !

প্রার্থনা

ভগবন্—ভগবন্, এই শেষ নিবেদন
চরণে তোমার—
করেছি অনেক পাপ, সহেছি অনেক তাপ
লইয়া সংসার।

এই মায়া মোহ ক্লেশ এইখানে হোক্ শেষ,
তুমি যেন আর—
একটা একটা করি', ন্যায়-তুলাদণ্ড ধরি'
ক'রো না বিচার!

আজি—বহু দিন পরে ভ্রান্ত পুত্র ফেরে ঘরে,
তুমি পিতা তার—
সব অপরাধ ভুলে', লও—লও বুকে তুলে'
আগ্রহে আবার!

প্রভাতে

বুঝিতে পারি না আমি এ খেলা কেমন !
চিরদিন ধরি-ধরি,
খুঁজিয়া খুঁজিয়া মরি,
সেই এই-এই করি' যাবে কি জীবন ?

উদ্বেল সাগর মত
আশা-ভালবাসা যত
উছলিবে অবিরত বিরহে কেবল ?
কোথা সে পূর্ণিমা-চাঁদ
পেতেছে প্রেমের ফাঁদ--
কেন এ হৃদয়-বাঁধ সদা টল-টল্ ?

কার ঘরে কার হাস
করে' আছে মধুমাস—
আমি কেন ফেলি শ্বাস শীত-কুয়াসায় ?
কোথা রূপে ঢলাঢলি,
কোথা প্রেমে গলাগলি—
আমি কেন দুখে জ্বলি' কাঁদি নিরাশায় ?

মেঘের ঘোমটা খুলে'
চায় ঊষা নদীকূলে,
আমি কেন ভাবি ভুলে'—সে চাহিছে বুঝি
অলক্ষ্যে পোহায় নিশি—
আলোকিত দশ দিশি,
জাগিয়া—জগতে মিশি' দেহে প্রাণে যুঝি !

কাঁপে বায়ু ফুলবাসে,
মনে হয় সে নিঃশ্বাসে—
কাছে বুঝি আসে-আসে—চমকিয়া উঠি !
তরুতলে পড়ে' ছায়া,
মনে হয় তার কায়া—
গিয়া দেখি আলো-মায়া—মিছা ছুটাছুটি !

শুনি দূরে ডেকে' কায়,
কে কেঁদে চলিয়া যায়—
কাছে গিয়া দেখি, হায়, বহে নির্ঝরিণী !
কাহারো নাহিক দেখা,
কূলে নাহি পদ-রেখা—
আমি সুধু ঘুরি একা, কোথা বিরহিণী !

কোথা তুমি, কত দূরে,
কোন্ সুর-অন্তঃপুরে—
স্বর্ণমেঘ ঘুরে' ঘুরে' রাখে কি আড়ালে ?
ফুলে ছেয়ে দেছে দিক্,
গাছে গাছে ডাকে পিক,
কত শশী অনিমিখ চায় চক্রবালে !

আমি দুখে অভিমানে,
চাহিয়া আকাশ পানে,
বৃথায় কাতর প্রাণে ডাকি কি তোমায় ?
সজল নয়ন-আগে
কেন ইন্দ্রধনু-রাগে
তোমার বদন জাগে স্বপ্ন-সুষমায় !

তুমি কি জীবনে ভুলে'
কখন গবাক্ষ খুলে'
দেখ নি বাতাসে দুলে কত দীর্ঘশ্বাস—
কত শোভা, কত গন্ধ,
কত সুর, কত ছন্দ,
কি যন্ত্রণা, কি আনন্দ, কি চির-বিশ্বাস !

কোন্ জন্মে, কোন্ লোকে
দেখেছি সহস্র চোখে—
এস গো বিরহ-শ্লোকে মিলন-আশ্বাস !
ছায়া পিছে কায়া নিয়ে
আজীবন ছুটি, প্রিয়ে,
হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে কর দেহ নাশ।

মধ্যাহ্নে

একেলা জগৎ ভুলে'   পড়ে' আছি নদীকূলে,
পড়েছে নধর বট হেলে' ভাঙ্গা তীরে ;
ঝুরু-ঝুরু পাতাগুলি কাঁপিছে সমীরে।

চাতক কাতরে ডাকে,   চরে বক নদী-বাঁকে,
ডাকে কুবো কুব্ কুব্ লুকায়ে কোথায় !
গাভী শুয়ে তরুতলে,   হংসী ডুবে উঠে জলে,
ডিঙ্গাখানি বেঁধে কূলে জেলে ঘরে যায়।

দূরেতে পথিক দুটী   চলে' যায় গুটি-গুটি,
মেঠো পথ দিয়া।
পাশ দিয়া ল'য়ে জল,   আঁখি দুটী ঢল-ঢল্,
কুলবধূ দ্রুত গেল লাজে চমকিয়া।

২

নিঝুম মধ্যাহ্ন-কাল, অলস স্বপন-জাল
রচিতেছি অন্যমনে হৃদয় ভরিয়া !
দূর মাঠ পানে চেয়ে, চেয়ে—চেয়ে, সুধু চেয়ে
রয়েছি পড়িয়া !

ধূ-ধূ ধূ-ধূ করে মাঠ, ধূ-ধূ-ধূ আকাশ-পাট,
পড়িয়া ধূসর রৌদ্র পরিশ্রান্ত মত !
হু-হু হু-হু বহে বায়—ঝাঁপাইয়া পড়ে গায়,
কোথাকার কথা যেন ল'য়ে আসে কত !

হৃদয় এলায়ে পড়ে যেন কি স্বপন-ভরে !
মুদে' আসে আঁখি-পাতা যেন কি আরামে !
অন্য মনে চাহি' চাহি'—কত ভাবি, কত গাহি !
পড়িছে গভীর শ্বাস—গানের বিরামে।
খসে' খসে' পড়ে পাতা, মনে পড়ে কত গাথা—
ছায়া-ছায়া কত ব্যথা সহি ধরাধামে !

অপরাহ্নে

শুনি নাই কার কথা, বুঝি নাই কার ব্যথা—
এত কাব্যে, এত গাথা-গানে!
দেখি নাই কার মুখ—এত সুখ, এত দুখ,
এত আশা, এত অভিমানে!

এ জীবনে পূরিত সকল,
সে যদি গো আসিত কেবল!
গানে বাকি সুর দিতে, ফুলে বাকি তুলে নিতে,
স্বপ্ন বাকি হইতে সফল—
সে যদি গো আসিত কেবল!

অযতনে ব্যর্থ হয় সবি!
ধরিয়া তূলিটী সুধু দুটী রেখা টেনে' গেলে—
শূন্য হৃদি, হ'য়ে যেত ছবি!
কি কথা বলিতে হ'বে একবার বলে' গেলে—
লক্ষ্য-হারা, হ'য়ে যেত কবি!

কোথা তুমি ফুটিয়াছ ফুল
এ শুষ্ক তরুর !
কোথা তুমি বহিছ তটিনী,
এ তপ্ত মরুর !
যূথীর শীতল মৃদু বাস,
বায়ু স্বধু আনিছে হেথায়
কার মুখ চুমি' !
কে আছ—কোথায় আছ তুমি !

বিহঙ্গম ডাকে যে প্রত্যূষে,
ডাকে সে কি বৃথায়—বৃথায় !
ফুটে না কি প্রভাত-আলোক,
সে ডাক্ কি শূন্যে ভেসে যায় !
জীবনের এই আধখানা,
দরশ-পরশাতীত আশা—
এ রহস্যে কোন অর্থ নাই ?
এ কি স্বধু ভাবহীন ভাষা !

এ কি স্বধু ভাবহীন ভাষা—
এই যে কথার পিছে প্রাণান্ত-পিপাসা !

এই যে আঁখির কাছে কত অশ্রু ফুটে আছে,
কি আশা নিঃশ্বাস পিছে অবিরত যুঝে—
এই বুক-ভরা ব্যথা কেহ নাহি বুঝে ?

এই যে নীরব প্রীতি—শারদ জ্যোৎস্নার স্মৃতি,
আপন হৃদয়-ভারে ব্যথিত আপনি—
বাজিছে বাঁশরী দূরে করুণ পুরবী সুরে,
এই আছে, এই নাই—উছলিছে ধ্বনি—
এই যে আকুল শ্বাসে—জগৎ মুদিয়া আসে,
অথচ জানি না নিজে কি দুঃখে বিহ্বল—
কিছু নয়—কিছু নয় তবে এ সকল ?

এই যে নদীর কূলে পলে পলে ঘুরি ভুলে',
আগ্রহে তরুর তলে চাহি কার তরে—
গাঁথিয়া ফুলের মালা খেলে না কি কোন বালা,
চাহে না পথিক পানে সন্ধ্যায় কাতরে !

ওই কুটীরের দ্বারে, এ ভাঙ্গা বেড়ার পারে
কেহ কি বসিয়া নাই মোর অপেক্ষায় ?
চমকি' উঠিলে বায়ু চমকিয়া চায় !

আসে যায় কত লোক, কাহারো সজল চোখ
পড়িবে না মোর চোখে, হ'বে না মিলন—
এ জীবন-হেঁয়ালির চরণ-পূরণ!

ঘনায়ে আসিছে সন্ধ্যা, স্তব্ধ বনভূমি;
সোণালী মেঘের গায়ে, সুরভি-শীতল বায়ে,
শিথিল তটিনী-ভঙ্গে লুকালে কি তুমি!
পিক-কণ্ঠে, মৃগ-নেত্রে, কম্পিত শ্যামল ক্ষেত্রে,
মুদ্রিত কমল-পত্রে রয়েছ কি ঘুমি'!
আকুল হৃদয় কাঁদে, কোথা তুমি—তুমি!

ছাড়া-ছাড়া হ'য়ে কেন বেড়াইছ ভাসি'?
ভাঙ্গিয়া স্বপন-কারা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়া—
নয়ন পলক-হারা, মুখে ভরা হাসি!
নাহি কথা, নাহি ব্যথা—কি গভীর নীরবতা!
হৃদয়ে হৃদয় পড়ে উচ্ছ্বাসি'—উচ্ছ্বাসি'!

সায়াহ্নে

মলয়-সমীর,
মৃদু মৃদু, ঝুরু-ঝুরু, মেদুর, অধীর !
কত দূর হ'তে এস বহিয়া,
তাহার পরশ-বাস লইয়া !
নাহি জানি সে কোন্ জগতে—
হৃদয়ের পরতে পরতে
পড় তুমি লুটিয়া !
স্বরগে মরতে ভেদ—বিরহের দীর্ঘচ্ছেদ
যাক্ যাক্ টুটিয়া !

পূর্ণিমা রজনী,
জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গেছে সমস্ত ধরণী।
অদূরে পুলকে পিক কুহরে,
ফুলে ফুলে তরুলতা শিহরে ;
নয়ন আলসে ঢুলু-ঢুলু,
কূলে নদী বহে কুলু-কুল ;

ওই দূরে নীপমূলে তাহার আঁচল দুলে—
কত হয় ভুল!
ভুলি' বিশ্ব-চরাচর আগ্রহে বাড়াই কর—
হৃদয় আকুল।

আধ ঘুমে, আধ জাগরণে—
কতই—কতই ভাবি মনে!
সে যেন ব্যাকুল হ'য়ে, সেই ভালবাসা ল'য়ে,
আছে কাছে বসি'!
সারা রাত—সারা রাত বুলাইছে দেহে হাত,
নিঃশ্বসি' নিঃশ্বসি'!
আধ-আধ স্বপ্ন-ভরে কভু কর পড়ে করে,
প্রাণে পড়ে প্রাণের নিঃশ্বাস—
শিরায় শোণিত-ধারা সুরে তালে দেয় সাড়া,
হৃদে হৃদি—জীবনে বিশ্বাস!

প্রদোষে

রজনী রে,
কি কাব্য লিখিছ তুমি তারকা-অক্ষরে,
আকাশের পরে !
সারা রাত চেয়ে থাকি ওই শূন্য পানে
নিশ্চল নয়ানে।
যেই আশা, যে পিপাসা,
যেই ভাষা, ভালবাসা
বুঝিতেছি মর্ম্মে মর্ম্মে স্বপনে সঙ্গীতে—
কথায় না ধরা যায়,
বুঝাতে না পারি, হায়,
চাহি চারি ভিতে !

সেই কথা, সেই ব্যথা,
সে আকুল-নীরবতা,
সেই সুখ, সেই মুখ, বায়ু ঢুলু-ঢুল্,
নদী কুলু-কুল্,
সেই পরিচিত ঘর,
সেই প্রিয়জন, পর,
সেই ফুল, সেই ভুল, বিরহ মিলন,
সেই হাসি, সেই বাঁশী, কল্পনা স্বপন,—
সেই চোখে ঘোর-ঘোর,
সেই প্রাণে ভোর-ভোর,
অক্ষরে অক্ষরে তোর কেমনে উছলে
এ আকাশ-তলে !

নিশীথে

১

আজি নিশি জ্যোৎস্নাময়ী, সৌরভে আকুল বায়,
দুলে' দুলে' স্রোতস্বিনী কূলে কূলে বহে' যায়।
চোখে আসে ঘুম-ঘোর, মন কি ভাবিতে চায়—
আধেক গেঁথেছি মালা, আর নাহি গাঁথা যায়!
সমীরণে ভেসে' আসে সুদূর অপ্সরা-গান—
অলস স্বপন সম ছায়িতেছে মনঃপ্রাণ!
এই জীবনের পারে, এই স্বপনের শেষে,
কে যেন আমার আছে জীবন্ত কল্পনা-বেশে!
উড়ে কেশ বায়ু-ভরে, ছল-ছল দু' নয়ান,
বুকে উছলিছে প্রেম, মুখে কত অভিমান!

২

কোথা তুমি—কোথা তুমি—জন্ম-জন্মান্তর মায়া—
স্মৃতিময়ী, প্রীতিময়ী, গীতিময়ী সেই কায়া !
নন্দনে—মন্দার-কুঞ্জে মন্দাকিনী-তীরে বসি',
অন্যমনে দেখিছ কি নীল নভে পূর্ণশশী !
করে মৃণালের ডোর, কোলে পারিজাত-রাশি,
বাতাসে বিরহ-গীতি ক্ষণে ক্ষণে আসে ভাসি' !
ধীরে ধীরে ঝরে অশ্রু, পড়ে শ্বাস গুরু-ভার—
চাহিছ কাতর-দৃষ্টে ধরা পানে বার বার !
কারে কি বলিতে ছিল—অভিশাপে ছিলে ভুলি',
জ্যোৎস্নায় সৌরভে গানে—দূর-স্মৃতি উঠে দুলি' !

৩

পৃথিবীর শত দুঃখে হৃদয় শতধা চূর,
কেঁদে' কেঁদে' ক্লান্ত হ'য়ে দেখিছে স্বপন দূর—
মেঘেদের আঁকা-বাঁকা পথ যেন দিয়ে দিয়ে,
অবশেষে পৌঁছিয়াছে মন্দাকিনী-তীরে গিয়ে !
দূর হ'তে দেখিতেছে করুণ দৃষ্টিটী তব—
পলকে পলকে ফুটে কত শোভা নব নব !

জান আর নাহি জান, শত বাহু বাড়াইয়া—
আকুলি' ব্যাকুলি' হৃদি তোমারে ডাকিছে, প্রিয়া!
তরঙ্গে তরঙ্গে বিম্ব—আলোকে আঁধারে মেলা,
ছায়া নিয়ে—মায়া নিয়ে এ জীবন-প্রেমখেলা!

৪

দাঁড়াও, অভেদ আত্মা! পরলোক-বেলাভূমে,
বাড়ায়ে দক্ষিণ-কর মৃত্যুর নিবিড় ধূমে!
জগতের বাধা-বিঘ্ন জগতে পড়িয়া থাক্,
নীরবে সৌন্দর্য্য-মাঝে কবিত্ব ডুবিয়া যাক্!
দেখেছি তোমার চোখে প্রেমের মরণ নাই,
বুঝেছি এ মরভূমে মত্ত ব্রহ্মানন্দ তা-ই!
তারকায় তারকায় হা-হা করে' তোমা তরে
ছুটিতে না হয় যেন আবার মরণ-পরে!
এ মৃত্যু কি শেষ মৃত্যু—যন্ত্রণার অবসান?
ধর এ জীবনাহুতি—বিরহের শেষ গান!

সমাপ্ত